ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 January, 2021 ■ আগরতলা, ১১ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২৬ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রবিবার আগরতলায় ভারত--বাংলাদেশ কবিতা উৎসবে শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। ছবি নিজস্ব।

আত্মঘাতী শিক্ষিকাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর দাবী পূরণ না হওয়ায়

অবরোধ আন্দোলনের নামে চরম উশৃঙ্খলতা ১০৩২৩ এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। খোয়াইয়ের আমপুরায় চাকরিচ্যুত শিক্ষিকা রুমি দেববর্মা আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মৃতদেহ ১০৩২৩ এর আন্দোলনকারী গণঅবস্থান স্থলে নিয়ে আসার দাবী করে ব্যর্থ হয়ে ক্ষোভে পথ অবরোধ করে। তাতে রবিবার প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, খোয়াইয়ের আমপুরাতেও চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা পথ অবরোধ করেছেন। এদিকে, রুমি দেববর্মার স্বামী দিনেশ দেববর্মা পরকিয়া সম্পর্ক ছিল। তাতে মানসিসক যন্ত্রণা থেকে আত্মহত্যা করেছেন। রাতে জানা গিয়েছে, খোয়াই থানার পুলিশ স্বামী দিনেশ দেববর্মা সহ তিনজনের বিরুদ্ধে স্বতপ্রণোদিত ভাবে একটি মামলা নিয়েছে।

রুমি দেববর্মা নামে ওই শিক্ষিকা আত্মহত্যা করার পাশাপাশি তার দেড় বছরের সন্তানকে এসিড খাইয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেন। বর্তমানে শিশুটি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। রবিবার এই মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্দোলন মঞ্চ এ নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় হয়। প্রয়াত শিক্ষিকার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে হস্তান্তর করার পর চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা সহকর্মীর মৃতদেহ আন্দোলন মঞ্চের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন শ্রদ্ধা জানানোর জন্য।

কিন্তু মৃতদেহটি চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্দোলন মঞ্চে নিয়ে আসতে দেয়নি প্রশাসন। সেখানে মৃতদেহটি আটকে রেখে পরিবারের লোকদেরকে মৃতদেহটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। প্রশাসনের এ ধরনের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংগঠন মঞ্চ জয়েন্ট মোভমেন্ট কমিটি। রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের এ ধরনের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষক শিক্ষিকারা পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করেন।

বেশ কছুক্ষণ রাজধানী আগরতলা শহরের সিটি সেন্টারের সামনে পথ অবরোধ করে রাখা হয়। ফলে ওই সড়কপথে কোন ধরনের যানবাহন চলাচল করতে পারেনি। তাতে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা আন্দোলন মঞ্চের সামনে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন এ ধরনের কার্যকলাপ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আন্দোলনস্থলে চাকুরীর অফার কোথাও দেয়া যায় কি, প্রশ্ন শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা রাজধানী আগরতলা শহরের সিটি সেন্টারের সামনে যখন এক মাসেরও বেশি সময় ধরে লাগাতার গণ অবস্থান আন্দোলন সংগঠিত করে চলেছেন ঠিক সেই সময়ে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী তাদের চাকুরীতে নিযুক্তির সুনির্দিষ্ট কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে না পারলেও আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন দেশের কোথাও কি এমন আছে যে আন্দোলনস্থলে গিয়ে চাকুরীর অফার দেওয়া যায়।

রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রী বলেন তাদেরকে আন্দোলন করার কোন প্রয়োজন নেই। এই মুহূর্তে তাদেরকে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে শিক্ষামন্ত্রী বলেন সুপ্রিম কোর্ট কথাও বলেনি কোন ধরনের ইন্টারভিউ ছাড়া তাদেরকে চাকরিতে নিযুক্ত করার জন্য।সুপ্রিম কোর্ট যদি এ ধরনের কোনো কথা বলে থাকে তাহলে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

রাজ্য সরকার যা করছে তাদের বিষয়ে সহানুভূতিশীল বলেও তিনি দাবি করেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন রাজ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাতাবাড়ির উন্নয়নে ৩৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। একান্ন পিঠের একটি মাতা ত্রিপুরেশ্বী মন্দিরের উন্নয়ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ৩৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের তরফ থেকে রাজ্যের পর্যটন দফতরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রকল্পের ডিপিআর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপস্থাপন করেছিল গত বছরের ৪ নভেম্বর। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের 'প্রসাদ' স্কিমে এই টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে রাজ্য সরকারকে দেওয়া চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যের এই পর্যটন কেন্দ্রের বিকাশে মূলত মন্দিরকে ঘিরে ৩৩টি ছোট বড় কাজ করা হবে। ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি হিসেবে ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে (টিটিডিসিএল) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই টাকা টিটিডিসিএলকে সরাসারি দেওয়া হবে। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ট্যুইটারে উল্লেখ করেন, ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসী ধন্যবাদ জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী প্রহলাদ প্যাটেলকে।

গন্ডাছড়ায় এনএলএফটির আরও দুই সহযোগি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। শুক্রবার ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় এনএলএফটি'র সহযোগি জঙ্গি হিরণজয় ত্রিপুরাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। তার সূত্র ধরে শনিবার রাতে আরও দুই জঙ্গি সহযোগিকে গ্রেপ্তার করেছে। তারা হল জীবন জয় ত্রিপুরা এবং সাধন হরি জমাতিয়া। তাদেরকে রবিবার আদালতে তোলা হয়।

বিচারক এই দুজনকে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। জানা গিয়েছে জীবন জয় ত্রিপুরা আইপিএফটি নেতা হত্যা মামলায় অভিযুক্ত। এদিকে, এই তিন জঙ্গি সহযোগি বিভিন্ন ভাবে চাঁদা আদায়ের জন্য স্থানীয় জনগন এবং সরকারি উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের নানা ভাবে হুমকি ধমকি দিয়ে আসছিল।

এদিকে, গন্ডাছড়া ও রইস্যাবাড়ি এলাকায় ইদানিংকালে জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সামনে্ই এডিসির নির্বাচন। এর আগে জঙ্গি তৎপরতা গন্ডাছড়া মহকুমার মানুষকে আতঙ্কের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

১০৩২৩ এর পথ অবরোধ প্যারাডাইস চৌমুহনীতে। রবিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

বিশালগড়ে বিষপানে যুবক আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। বিশালগড় থানা এলাকার পূর্ব লক্ষীবিল এলাকায় পারিবারিক কলহের জেরে যুবক আত্মহত্যা করেছে। যুবকটির নাম ঝুটন দাস।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে তার একটি মুদির দোকান রয়েছে।মুদির দোকানের ভিতরেই ছোটন দাস নামে ওই যুবক বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের লোকজনরা দোকানে ছুটে আসেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতাল থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে আইএলএস হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। আইএনএস হাসপাতাল থেকে তাকে জিবিতে নিয়ে আসা হয়।

জিবিতে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে যুটন দাস নামে ওই যুবক। ব্যবসায়ী ওই যুবকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে পারিবারিক কলহের জেরে বিষপানে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে ওই যুবক। বিশালগড় থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ফেব্রুয়ারীতে বার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়, ১০ জানুয়ারি।। বার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরার চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের পদে নির্বাচন দুই বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি বর্তমান বার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরার চেয়ারম্যানের হিসাবে আইনজীবী প্রদ্যুৎ কুমার ধর এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হচ্ছে। তার আগেই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চায় বার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা।

বিগত দু বছরে বর্তমান বার কনসিল অফ ত্রিপুরা আইনজীবীদের স্বার্থে কি কি কাজ করেছে তা সাংবাদিক সম্মেলন করে রবিবার জানান বার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরার চেয়ারম্যান আইনজীবী প্রদ্যুৎ কুমার ধর। ২০১৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। সমগ্র রাজ্যে আইনজীবিদের সচিত্র পরিচয় পত্র দেওয়া গেছে। যারা এনরোলমেন্ট জন্য আবেদন করেছেন তাদের শীঘ্রই এনরোলমেন্ট দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। এই সময়ের মধ্যে একটি সফটওয়্যার তৈরি করে আইনজীবীদের তথ্য ও নথি সংরক্ষিত করা হয়েছে।

১৫ জন আইনজীবী ছাড়া বাকি সকলের নথি রয়েছে। বার কাউন্সিল অফ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়, ১০ জানুয়ারি।। ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করল পঞ্চাশোর্ধ এক ব্যক্তি। ঘটনা রবিবার সকালে তেলিয়ামুড়া থানাধীন কালিটিলা গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম শৈলেন্দ্র চন্দ্র রায়। বয়স ৫৫ বছর। পেশায় তিনি দিনমজুর ছিলেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় কালিটিলা গ্রামের বাসিন্দা শৈলেন্দ্র চন্দ্র রায় ওরফে শেখর বাড়ির সবার নজর এড়িয়ে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন।

জানা গেছে মৃত শৈলেন্দ্র চন্দ্র রায়ের সহধর্মিনী ওনার সাথে থাকেন না দীর্ঘ বছর ধরে। ফলে তিনি দুই পুত্রকে নিয়ে বসবাস করতেন নিজ বাড়িতেই। এদিকে রবিবার সকালে বাড়ির সবার নজর এড়িয়ে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন তিনি। এদিন সকালে প্রতিবেশীরা এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে। পরে খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনিয়ায় পথ দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত পাঁচজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়, ১০ জানুয়ারি।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার সাতমোড়া এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় পাঁচজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বিলোনিয়ার সাতমোড়া চৌমুহনী এলাকায় একটি অটো ও মারুতীর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে ৫ জন যাত্রী গুরুতর ভাবে আহত হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

সেখান থেকে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে বিলোনিয়া থানায় একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। বিলোনিয়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে অটো এবং মারুতি গাড়ি দুটি দ্রুতবেগে চলছিল।সাতপুরা চৌমুহনী এলাকায় এসে পৌঁছলে চালকরা নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি। ফলে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যথাযথ চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হল আরও এক চাকুরিচ্যুত শিক্ষকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। আর্থিক অনটনে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন আরো একজন চাকরিচ্যুত শিক্ষক। মৃত ওই শিক্ষকের নাম মনোহরি জমাতিয়া। তার বাড়ি অমরপুরের থালছড়া এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মনোহরী জমাতিয়া নামে চাকুরিচ্যুত ওই শিক্ষক বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। আর্থিক অনটনের কারণে তাকে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়নি। বিনা চিকিৎসাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই থালছড়া সহ এলাকাগুলিতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকার মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮১।

উল্লেখ্য দীর্ঘ নয় মাসের অধিক সময় ধরে তারা বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। আদালতের নির্দেশে তারা প্রত্যেকে চাকরিচ্যুত। চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরিবারগুলি অসহায় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে। অনেকের পরিবারে অনাহার- অর্ধাহারে দেখা দিয়েছে। অনেকেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অসুস্থ হয়ে পড়া অনেকেই চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অসুস্থ হয়ে পড়লেও চিকিৎসা করানোর মতো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপাহীজলায় রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হিমশিম খেতে হয়েছে পুলিশকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ জানুয়ারি।। রবিবার নতুন বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিপাহীজলা অভয়ারণ্য পিকনিক করার জন্য ছিল চোখে পড়ার মতো ভির ন সকাল আটটা থেকে বিশালগড় জাঙ্গালিয়া স্কুলের এর সামনে থেকে লম্বা লাইন আগরতলা সাবরুম জাতীয় সড়কে। বিশালগড় ও চড়িলাম এর মাঝামাঝি সে লাইন শেষ হয় সিপাহীজলা ফার্স গেইটেন পুলিশ সকাল থেকেই কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জারি রেখেছে সিপাহীজলা ফার্স গেইটে।

পিকনিক স্পটে ঢোকার সময় মহিলা পুলিশ কর্মী এবং টিএসআর দিয়ে গাড়িতে তল্লাশি অভিযান করানো হয়েছে। যাতে করে পিকনিকে মদের বোতল নিয়ে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্যই কড়া ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাইক থেকে স্কুটি, মারুতি থেকে বাস কোন গাড়ি বাদ যাচ্ছেনা তল্লাশি থেকে। প্রসঙ্গত, চড়িলাম স্কুল থেকে এক ছাত্র বাড়ি ফেরার পথে মদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৯৪ ▫ ১১ জানুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ২৬ পৌষ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

দেশ শক্তিশালী হইবে

আমেরিকা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে দীর্ঘদিন ধরিয়াই পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।বিগত নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা আমেরিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করিয়াছে।বিশ্ববাসীর কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছে।অনেক সামুদ্রিক ঝড় বিদায় লইবার সময় তাহার লেজের ঝাপটে ধ্বংসলীলার শেষ কিস্তি সম্পাদন করিয়া যায়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের লেজের দাপট আমেরিকার ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজন করিল। কলঙ্কের অধ্যায়। যে রাষ্ট্র গোটা দুনিয়ায় গণতন্ত্র রফতানি করিতে সদাব্যস্ত, তাহার আইনসভার গর্ভগৃহে হানাদারদের এই বেপরোয়া আক্রমণে সমস্ত নিন্দা বা ব্যঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া বিপুল আকারে উঠিয়া আসিয়াছে এক বিপুল উদ্বেগ। গণতন্ত্রের বিপদ কতটা ভয়ানক হইতে পারে, তাহা স্মারক হইয়া থাকিবে। ভয় ও উদ্বেগের বিশেষ কারণ ইহাই যে, এই আক্রমণ আকস্মিক ছিল না, বরং এক অর্থে তাহা ছিল দীর্ঘ প্রস্তুতির ‘স্বাভাবিক’ পরিণতি। সেই প্রস্তুতি হিংস্র বিদ্বেষের, কদর্য অসহিষ্ণুতার, সর্বগ্রাসী স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতার। এই মানসিকতায় ইন্ধন দিয়া এবং তাহাকে কাজে লাগাইয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হইয়াছিলেন, তাহার পর চার বৎসর ধরিয়া বিভাজনী বিদ্বেষকে উত্তেজিত করিয়া গিয়াছেন। ভোটে হারিবার পরেও জনাদেশ অস্বীকার করিয়া প্রেসিডেন্ট থাকিয়া যাইবার জন্য উৎকট জবরদস্তি শেষ অবধি এক চরম মাত্রায় পৌঁছায়, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউস হইতে আপন ‘সমর্থক’ বাহিনীকে কার্যত ক্যাপিটল আক্রমণে প্ররোচিত করেন। পরিসমাপ্তি নহে। যে বিষাক্ত বিদ্বেষের পিশাচনৃত্য দেখিয়া দুনিয়া স্তম্ভিত, জো বাইডেনের আনুষ্ঠানিক অভিষেকে এবং সেই অভিষেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘স্বীকৃতি’দানে তাহার সমাপ্তি ঘটিবার নহে, সামুদ্রিক ঝড় অপেক্ষা এই দানবের শক্তি অনেক বেশি। সেই শক্তির বীজ রহিয়াছে সমাজের ভিতরে, নাগরিকদের একটি বড় অংশের মানসিকতায়। গণতান্ত্রিক ঔষধের সাহায্যে এই গভীর ও জটিল ব্যাধিকে প্রশমিত করিবার দায়িত্ব বহন করিতে হইবে প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে, এবং কংগ্রেসের দুই সভায় চালকের আসনে অধিষ্ঠিত ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধিদের। কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু এখন কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন রিপাবলিকান পার্টি। মিট রমনি হইতে এমনকি মিচ ম্যাকনেল অবধি দলের অনেক নেতা ট্রাম্প ও তাঁহার বাহিনীর আচরণের তীব্র প্রতিবাদে মুখর হইয়া গণতন্ত্রকে বাঁচাইবার ডাক দিয়াছেন। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতি দায়িত্ব সত্যই পালন করিতে চাহিলে কেবল বিষবৃক্ষের ফলটিকে প্রত্যাখ্যান করিলে চলিবে না, বৃক্ষটিকেই শিকড়-সুদ্ধ উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। ট্রাম্প ব্যক্তিমাত্র, ‘ট্রাম্পবাদ’কে উৎখাত না করিলে গণতান্ত্রিক আমেরিকার ভবিষ্যৎ সুস্থ হইতে পারিবে না।

কেবল আমেরিকায় নহে, সর্বত্র এই অসহিষ্ণু ও হিংস্র বিদ্বেষের দুনিয়াদারি কোভিড সঙ্কটকেও ছাপাইয়া যাইতেছে। এই অতিমারিতেও ভারতের অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। অসহিষ্ণুতা বা বিদ্বেষ নূতন নহে, কিন্তু গত কয়েক বছরে জনজীবনে যে ভাবে তাহার দাপট বাড়িয়াছে, তাহা অভূতপূর্ব। এই বিপদের উৎসে রহিয়াছে বিভাজনের বিষকে কঠোর ভাবে দমন করিবার পরিবর্তে তাহার কারবারিদের প্রশ্রয় এবং প্ররোচনা দিয়া সমাজ ও রাজনীতিকে উত্তরোত্তর বিষাক্ত করিয়া তুলিবার অনাচার। এক অর্থে ভারতের বিপদ আমেরিকা অপেক্ষা অনেক বেশি। ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁহার শিবিরের বিরুদ্ধে তাঁহার দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমাগত লড়াই চালাইয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ক্রমশই জোরদার হইয়াছে, নির্বাচনের প্রস্তুতি ও প্রচারেও গণতন্ত্রীদের সংগঠন ছিল দর্শনীয়। ভারতে এই গণতান্ত্রিক প্রতিস্পর্ধার শক্তি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। গণতন্ত্রের ধারক ও রক্ষক বিবিধ প্রতিষ্ঠান ক্রমশ দুর্বল। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। শাহিন বাগ হইতে সিংঘু সীমান্ত আশার আলো জ্বলিতেছে। কিন্তু তাহাতে নিশ্চিন্ত বোধ করিবার উপায় নাই। আমেরিকায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে সেই পরিস্থিতি যাতে ভারতবর্ষে কোনদিন নামিয়া না আসে সেজন্য গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ এবং রাষ্ট্রনায়কদের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিতে হইলে এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়া বিকল্প পথ খোলা নাই

বর্ধমানে তৃণমূলের পাল্টা মিছিলে মানুষের ঢল

বর্ধমান, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): বর্ধমানে তৃণমূলের মিছিলে মানুষের ঢল। বিজেপির সর্বভারতীর সভাপতি জে পি নাড্ডা শনিবার শহর বর্ধমানে রোড শোয়ে অংশ নিয়েছিলেন। পাশাপাশি ওই দিন তিনি পূর্ব বর্ধমান জেলায় নানা রাজনৈতিক কর্মসূচীও সেরেছেন। তারই পালটা রবিবার শহর বর্ধমানে রোড শো করল তৃণমূল। সেই রোড শোতে অংশ নিয়ে ছিলের তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য যুব সহ সভাপতি অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যের মুখপাত্র দেবু টুডু, তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার প্রমুখ।

এদিন বিকালে বর্ধমান টাউনহল থেকে শুরু হয় রোড শো। জিটি রোড ধরে রোড শো এগিয়ে যায়। বর্ধমানের কাঁটাপুকুরে পৌছে রোড শো শেষ হয়। এদিনের তৃণমূলের রোড শোতেও মানুষের ঢল নামে জিটি রোডে। রোড শোয়ের জন্য জিটি রোডে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। সোহমকে দেখার জন্য রাস্তার ধারে যেমন মানুষজন দাঁড়িয়ে ছিলেন। তেমনি জি টি রোডে ৩ কিমি রাস্তার ধারে থাকা বাড়িগুলির ছাদেও ভিড় জমিয়েছিলেন মানুষজন। রোড শো শেষ হতে প্রায় ঘন্টা আড়াই সময় লেগে যায়।

এদিন মিছিল শেষে সোহম চক্রবর্তী বলেন, ‘নাড্ডা বা মোদী যেই আসুক, বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরেই ভরসা রাখেন। তাঁরা মমতাকেই ফের মুখ্যমন্ত্রী করবেন। বাংলাকে কুনজরে দেখলে বিজেপি ভোটে তার জবাব পেয়ে যাবে।

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর গাজোলে ফিরলেন বিধায়ক দিপালী বিশ্বাস, বরণ করে নিল দল

গাজোল, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর মালদার গাজোলে ফিরলেন বিধায়ক দিপালী বিশ্বাস। রবিবার তাঁকে বরণ করে নিলেন বিজেপি নেতা-নেত্রীরা।

গত ১৯ ডিসেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরে অমিত শায়ের জনসভায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন বিধায়ক দিপালী বিশ্বাস। তারপর থেকে বাইরে ছিলেন তিনি। রবিবার তিনি ফিরলেন গাজোলে। এদিন দুপুরে সড়কপথে মালদা থেকে গাজোলে আসেন তিনি। পান্ডুয়াতে তাকে বরণ করে নেন বিজেপির নেতাকর্মীরা। এরপর মোটরসাইকেল মিছিলের মধ্য দিয়ে গাজোলে নিয়ে আসা হয় তাকে। গাজোলের বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে করার পর কদুবারি মোড় এলাকায় বিজেপি কার্যালয়ে আরেকপ্রস্থ সংবর্ধনা জানানো হয়।

সংবর্ধনার পর দিপালী বিশ্বাস জানান, সিপিএমপ্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করার পর তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। তৃণমূল নেতৃত্বের তাকে কথা দিয়েছিল তাঁর মাধ্যমেই গাজলের উন্নয়ন করা হবে। তিনি দাবি জানিয়েছিলেন, গাজোলে একটি দমকল কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। মহিলা কলেজের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবিলম্বে মহিলা কলেজ স্থাপন করতে হবে। দাবি জানানো হয়েছিল, শংকরপুর মোড় এলাকায় উন্নত মানের বাসস্ট্যান্ড তৈরি করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলাদেশ

প্রদীপ চক্রবর্তী

ব্রক্ষপুত্র পবিত্র নদ। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সুপ্রাচীন কাল থেকে যুক্ত ব্রক্ষপুএ।সেই সূদুর সুপ্রাচীন কালের তথ্যে জানা যায় রাজ রাজারা বিশেষ বিশেষ তিথি, দিনে ব্রক্ষপুএে অবগাহন করতেন।তাঁদের বিশ্বাস এখানে অবগাহন করলে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।নেপালের রাজা অবগাহন করতেন লাঙলবন্দ র রাজঘাটে। লাঙলবন্দে ১৩ টি ঘাট আছে।কথিত আছে পরশুরাম এই লাঙলবন্দে র রাজঘাটে ব্রক্ষপুএে অবগাহন করে মাতৃবধজনিত পাপ থেকে রেহাই পেয়েছিলেন।পূনলাভের জন্যে ও হাজারো লাখো ধম পিপাসু জনতা বিশেষ করে হিন্দু ধর্মালম্বীরা বুধাষ্টমীতে ছুটে যায় ব্রক্ষপুএে অবগাহন করার জন্যে।সবাই চান লাঙলবন্দে এসে ব্রক্ষপুএে অবগাহন করতে। ধমীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির টানে আধুনিক ভারতের রুপকার স্বামী বিবেকানন্দ ও ছুটে গিয়েছিলেন লাঙলবন্দে।হঠাৎ করেই স্বামীজি লাঙলবন্দে যান নি। বিদ্দজনেরা বলে থাকেন বা বইপএ থেকে জানা যায়১৯০০ র ৯ ই ডিসেম্বর স্বামিজী দ্বিতীয় বার পাশচাত্য ভ্রমণের পর বেলুর মঠে পোঁছেন।বেলুর এ এসেই ছুটে যান মায়াবতী।উদ্দেশ্য ছিল ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা।

মায়াবতীতে বেশি থাকার সুযোগ হয়নি স্বামিজীর।কারন তখন তাঁর একটাই চিন্তা কি ভাবে দ্রুত বেলুর মঠের ট্রাস্ট ডিড রেজিস্টার করা।ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ডিড রেজিস্টার করে মঠের দায়িত্বভার তুলে দেন। বর কঠিন কাজ ছিল ডিড তৈরি করা, দায়িত্ব ভার অপন করে দেয়া। নাম তাঁর স্বামিজী, অসম্ভব শব্দ তাঁর অভিধানে নেই।দূরহ ২ টি কাজ স্বামিজী করলেন। এত পরিশ্রম ছিল ২ টি কাজ করার ফলে তিনি প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন।মঠের সন্ন্যাসীরা স্বামিজী র স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবতে লাগলো স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য কোথায় স্বামীজিকে পাঠানো

যেতে পারে।

কিন্তু পথ তো আগেই নিদিষ্ট হয়ে আছে। স্বামিজীর গভধারিনী জননীর মনে তীথেএ ভ্রমণের তীব্র ইচ্ছা জাগল।অন্যদিকে বাংলাদেশের মানুষ বারবার স্বামিজী কে প্রাচীন বাংলা সভ্যতার কেন্দ্রভূমি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো অবাহত রাখলেন। স্বামিজী সিদ্ধান্ত নিলেন বাংলাদেশ ভ্রমণের।

বিশ্বপথিক স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর মা ও সাথীসহ বুধাষ্টমীতে ব্রক্ষপুএে অবগাহন করেছিলেন।স্বামীজি শীতলক্ষা ধরে পোঁছে গেলেন নারায়নগঞ্জের।সেখানে তাঁকে বীরের মত অভ্যর্থনা জানানো হল।নারায়নগঞ্জ ষ্টেশন থেকে বিশাল শোভাযাত্রা সহযোগে নিয়ে যাওয়া হল ফরাসগনের জমিদার মোহিনী মোহন দাসের বাড়ী।

সে এক বিশাল ইমারত।দ্বিতলে স্বামিজীর রাখার ব্যবসা করা হয়েছিল।ওখানেই অনুরাগীরা আসতেন,স্বামিজীর উপদেশ, পরামর্শ শুনতেন।গান বাজনার হত সেখানে।স্বামিজী ভাল গান গাইতেন,তবে রাগপ্রধান গান ছিল প্রিয়।

সবজী মহলের জমিদার ছিলেন মোহিনী মোহন দাস।ফরাসগনে ছিল জমিদার বাড়ী।বিশাল বাড়ী।উনার বাড়ীতে এখনো এমন সব সিন্দুক আছে তা খোলা এখনো কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। স্বামিজী মোহিনী মোহন দাসের বাড়ীতে পনের দিন ছিলেন।ওখান থেকেই তিনি জগন্নাথ কলেজ যান,মান পোগোজা স্কুলে।বিশাল সমাবেশ হয়েছিল।সেখানে স্বামিজী যে ভাষন দিয়েছিলেন তা আজো অমর।ভাষণের বিষয় ছিল আমি কি শিখেছি?জনতার উপচে পড়া ভিড় ছিল।

বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ প্রতিদিন স্বামিজীর ভাষা শুনেছেন।ভাষন শুনতে শুনতেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।স্বামিজীই এনাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলাবদ্ধ।মাকে মুক্ত করতে হবে।এখন গীতা চন্ডী পাঠের সময় নয়।এখন সময় ফুটবল খেলার।স্বামিজীর বক্তব্য সবাই বুঝেই নিয়েছিলেন।একটা কথা বলা যায় স্বামিজী বাংলাদেশ না গেলে হয়ত বা স্বাধীনতা সংগ্রাম পিছিয়ে যেতে পারত।কিন্তু স্বামিজী অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিলাম।

বাংলাদেশে স্বামিজীর আগমন, ধূমায়িত স্বদেশী ভাবকে দাউদাউ করে জ্বালিয়ে তুলেছিল।স্বামিজী বাংলাদেশ ছেড়ে আসার পর স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়।স্বাধীনতা সংগ্রামের এটা বিশাল অধ্যায়। তুলে।

পগোজা,জগন্নাথ কলেজ অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি বেশ কবার গিয়েছি।অনেকের সাথে কথা হয়েছে।তাঁদের প্রজন্ম রয়েছে এরা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছে স্বামীজীকে ওরা কোথায় রেখেছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বামিজীর অবদান যতদিন ভারত থাকবে ততদিন অমর উজ্জ্বল হয়ে থাকবে স্বামিজী।

লাঙলবন্দ ব্রক্ষপুএের তীরে। সরকপথে ঢাকা থেকে যাওয়া যায় লাঙলবন্দে।কমলাপুরে বাস কাউন্টার রয়েছে।আবার নারায়ণগজ্ঞ থেকেও যাওয়া যায়।লাঙলবন্দে মূল রাস্তায় নামলে হেঁটেই রাজঘাটে যাওয়া যায়।রাস্তার মোড়ে রিকশা থাকে।১০ টাকা ভাড়ায় রাজঘাটে। বাজার পেরিয়ে যেতে হয় রাজঘাটে।

লাঙলবন্দে নামলেই নস্টালজিক অনুভূতি কাজ করে।গ্রামীন পরিবেশ, ছোট ছোট দোকান, চা দোকানে স্থানীয় বাসিন্দারা মাঠ থেকে এসে গলা জুড়িয়ে নেন। খেতে চাষ হয়ে থাকে। সরষে ফুলের গন্ধ মনকে নিয়ে যায় ছোটবেলার গ্রামে।দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে সরষে গাছ। হলুদ পাকা ফুল। মৌমাছি উড়ে বেরায়।ভেঁ ভেঁ আওয়াজ লেগেই আছে। সরষে, মুলা খেত, ওদিকে আখ কাটা হচ্ছে। মারাই হচ্ছে, জ্বাল দেয়া হচ্ছে আগের রস।বাজার মানেই গ্রামের।নেই কি সব আছে।অর্থাৎ আগে আমরা গ্রামীন বাজারে মা পেতাম তাই।

এসব দেখে আমাকে ছোটবেলায় গ্রামের খেতে ফিরে যেতে হয়েছে।দশথেকে পনের বার লাঙ্গলবন্ধ গিয়েছি,রাজ্জাক গিয়েছি,গিয়েছি দেওভোগ।কিন্তু আমি যেন শুনতে পেয়েছি স্বামিজীর পদচিহ্ন,মোহিনী দাসের বাড়ীর দেয়াল গুলি যেন বলছে দেয়াল ভাঙ্গার গান।

‘বিদ্রোহী একশো’

অশোক সেনগুপ্ত

একটা কবিতা কতটা জনপ্রিয় হতে পারে? জানিনা, বাংলা কবিতার জনপ্রিয়তা নিয়ে কখনও কোনও সমীক্ষা হয়েছে কিনা, তবে তা হলে ‘বিদ্রোহী’-কে টেক্কা দিতে পারে, এমন কবিতা ক’টা আছে?

একটা সংখ্যার হিসেব দিই। বিদ্রোহী কাজী নজরুলের লেখা ‘বিদ্রোহী’ এতটাই বিখ্যাত হয়েছিল যে কাজী সব্যসাচীর ন্ট্রে সেটির রেকর্ড বিপুল বিক্রি হয়। ইউটিউবে দেখছিলাম, তাঁর ওই আবৃত্তি ৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৫৭০ বার পঠিত হয়েছে। পায়ে পায়ে কবিতাটির বয়স হল ১০০।

নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতাসমূহের একটি এই ‘বিদ্রোহী’। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি বিজলী পত্রিকায়। এরপর কবিতাটি মাসিক প্রবাসী (মাঘ ১৩২৮), মাসিক সাধনা (বৈশাখ ১৩২৯) ও ধূমকেতুতে (২২ আগস্ট ১৯২২) ছাপা হয়। প্রকাশিত হওয়া মাত্রই এটি ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি করে। দৃপ্ত বিদ্রোহী মানসিকতা এবং অসাধারণ শব্দবিন্যাস ও ছন্দের জন্য আজও বাঙালি মানসে কবিতাটি ’চির উন্নত শির’ বিরাজমান।

২০০৪ সালে বিবিসি বাংলা একটি ’’শ্রোতা জরিপ’’-এর আয়োজন করে। বিষয়টি ছিলো - সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে? তিরিশ দিনের ওপর চালানো জরিপে শ্রোতাদের ভোটে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ২০জনের জীবন নিয়ে বিবিসি বাংলায় বেতার অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় ২০০৪-এর ২৬শে মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত। বিবিসি বাংলার সেই জরিপে শ্রোতাদের মনোনীত শীর্ষ কুড়িজন বাঙালির তালিকায় তৃতীয় স্থানে আসেন কাজী নজরুল ইসলাম।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম যার গান ও কবিতা যুগে যুগে বাঙালির জীবন সংগ্রাম ও স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণার উৎস হয়ে কাজ করেছে।

তিনি জন্মেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের এক দরিদ্র পরিবারের দুখু মিয়া হয়ে। আর মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় কবি। মাঝে ৭৭ বছর জুড়ে ছিল সৃষ্টি ও সৃজনশীলতার এক বিশাল ইতিহাস। এই বিপুল কীর্তির মধ্যে এক জ্যোতিষ্ক হল ‘বিদ্রোহী‘।

১০০ বছর আগে নজরুল কবিতাটি লেখেন কলকাতায় তালতলা লেনের এক বাড়িতে বসে। সেই বাড়ির প্রবেশপথের পাশে ফলকে লেখা আছে, “চিরযৌবনের প্রতীক কবি নজরুল ইসলাম তাঁর ডঙ্গম জীবনের কিছুকাল (১৯২১-২২) অতিবাহিত করেন এই প্রাঙ্গণের ভিতর ৩/৪ সি তালতলা লেনে। এখানেই রচিত হয় তাঁর বাঁধনহারা কবিমনের প্রথম উদ্দাম উচ্ছাস ‘বিদ্রোহী‘ কবিতা। তালতলা নজরুল জন্ম শতবর্ষ কমিটি। ২৪ শে এপ্রিল, ১৯৯৯। “

’’’’সেই যুগে একটা ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়েছিল- যেটা হল দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজ বিপ্লবকে মেলানো। স্বদেশী আন্দোলনে যারা যুক্ত ছিলেন তারা সমাজ বিপ্লবের কথা ভাবতেন না। কিন্তু এই বিপ্লব ছিল নজরুলের রক্তে,’’’’ বলেছেন অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়। তাঁর মূল্যায়নে যারা সবকিছু ভেঙে নতুন করে গড়তে চাইছে তাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল নজরুল ইসলামের জ্বালাময়ী কবিতা - বিদ্রোহী। ’সবকিছু ভেঙে নতুন করে গড়ার চেতনা প্রকাশ পেয়েছিল এই রচনায়। সেই কবিতা রাতারাতি তাঁকে একেবারে কেন্দ্রে বসিয়ে দিয়েছিল। তার পরবর্তী আট দশ বছর ধরে তিনি যে সাম্যের গান গাইলেন, নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বললেন, কৃষক মজুরের দুঃখের কথা বললেন, কৃষক শ্রমিক পার্টির হয়ে কাজ করলেন- এ সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে তাঁর যে মন প্রকাশ পেল তা ছিল একেবারে আলাদা। এর মধ্যে কোন আভিজাত্য নেই। একেবারে নিচ থেকে ওঠা মানুষের গান। তাদের কথা। যারা দলিত, যারা অত্যাচারিত যাদের ভাষা ছিল না, নজরুলের কলমে তারা ভাষা খুঁজে পেল।’

নজরুল যখন কবিতাটি লেখেন, তিনি কী করতেন সেই সময়কালে? এই প্রশ্ন উঠতেই পারে। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিকে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। প্রথমে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এবং পরবর্তীতে প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত প্রদেশের নওশেরায় যান। প্রশিক্ষণ শেষে সৈনিক জীবন কাটাতে শুরু করেন। তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর। এই সময়ের মধ্যে তিনি ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাধারণ সৈনিক কর্পোরাল থেকে কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পর্যন্ত হয়েছিলেন। উক্ত রেজিমেন্টের পাঞ্জাবী মৌলবির কাছে তিনি ফার্সি ভাষা শেখেন। সহ-সৈনিকদের সাথে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সঙ্গীতের চর্চা অব্যাহত রাখেন, আর গদ্য-পদ্যের চর্চাও চলতে থাকে একই সাথে।

করাচি সেনানিবাসে থাকা সত্ত্বেও তিনি কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী, মর্মবাণী, সবুজপত্র, সওগাত এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা। এই সময় তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ফার্সি কবি হাফিজের কিছু বই ছিল। এ সূত্রে বলা যায় নজরুলের সাহিত্য চর্চার হাতেখড়ি এই সময়েই। সৈনিক থাকা অবস্থায় তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেন। এ সময় নজরুলের বাহিনীর ইরাক যাবার কথা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ থেমে যাওয়ায় আর যাননি। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হলে ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙে দেয়া হয়। এরপর তিনি সৈনিক জীবন ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসেন।

কলকাতায় এসে নজরুল ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে বসবাস শুরু করেন। তাঁর সাথে থাকতেন এই সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা মুজফ্‌ফর আহমদ। এখান থেকেই তার সাহিত্য-সাংবাদিকতা জীবনের মূল কাজগুলো শুরু হয়। প্রথম দিকেই মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, উপাসনা প্রভৃতি পত্রিকায় তার কিছু লেখা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে উপন্যাস বাঁধন হারা এবং কবিতা বোধন, শাত-ইল-আরব, বাদল প্রাতের শরাব, আগমনী, খেয়া-পারের তরণী, কোরবানি, মোর্হম, ফাতেহা-ই-দোয়াজ্‌দম্‌, এই লেখাগুলো সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। এর প্রেক্ষিতে কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মোসলেম ভারত পত্রিকায় তার খেয়া-পারের তরণী এবং বাদল প্রাতের শরাব কবিতা দুটির প্রশংসা করে একটি সমালোচনা প্রবন্ধ লিখেন। এ থেকেই দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচকদের সাথে নজরুলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় শুরু হয়।

বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে কাজী মোতাহার হোসেন, মোজাম্মেল হক, কাজী আবদুল ওদুদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, আফজালুল হক প্রমুখের সাথে পরিচয় হয়। তৎকালীন কলকাতার দুটি জনপ্রিয় সাহিত্যিক আসর গজেনদার আড্ডা এবং ভারতীয় আড্ডায় অংশগ্রহণের সুবাদে পরিচিত হন অতুলপ্রসাদ সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মেলেন্দু লাহিড়ী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ প্রমুখের সাথে। ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল। কাজী মোতাহার হোসেনের সাথে নজরুলের বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে।

‘বিদ্রোহী’-র শতবর্ষের স্মরণীয় দিনটিকে অবিস্মরণীয় করে রাখতে দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারি অ্যাভিনিউ ও ধর্মদাস রো-র সংযোগস্থলে কালীঘাট রোডে ১০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল অভিনব অনুষ্ঠান ‘বিদ্রোহী একশো’। স্মরন সন্ধ্যার মূল উদ্যোক্তা ‘এ্যনন ক্লাব’। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সুনীল দাস, সাংবাদিক লেখক পল্লব মিত্র, সাংবাদিক দেবাশীষ ভট্টাচার্য, কবিতা পাঠে ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য, নাচে মল্লিকা ব্যানার্জী, ‘প্রাযক’ নাট্য গোষ্ঠীর নাটক ‘অগ্নিবীনা’, লেখক চঞ্চল ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমন্বয়ে অনেকের সঙ্গে ছিলেন অমিত ঘোষ।

এই উপলক্ষে কাশীনাথবাবু বাড়ির কাছে আয়োজন করেন এক প্রদর্শনীর। প্রায় এক দশক ধরে তিনি খোলা ফুটপাথের ধারে ৫৬ জন মণীষীকে প্রতিটি জন্মদিনে তাঁদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্মরণ করেন। ওটাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। বছরভর চলে খেয়ালী কাশীনাথবাবুর এই তর্পন।

নিষ্ঠাভরে প্রায় ১০ বছর ধরে এভাবেই নবীন প্রজন্মকে কাশীবাবু চিনিয়ে যাচ্ছেন এ দেশের মহাপুরুষদের। বড়দের মনে করিয়ে দিচ্ছেন মণীষীদের কথা। এ যেন ওঁর একটা পবিত্র কর্তব্য। ২৩ জানুয়ারি, ২৬ জানুয়ারি আর ১৫ আগস্ট পতাকা উত্তোলন করেন। বছর ৫৫-র কাশীবাবু একটি বেসরকারী সংস্থার গাড়ির চালক। এদিনের আয়োজনটি মূলত তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

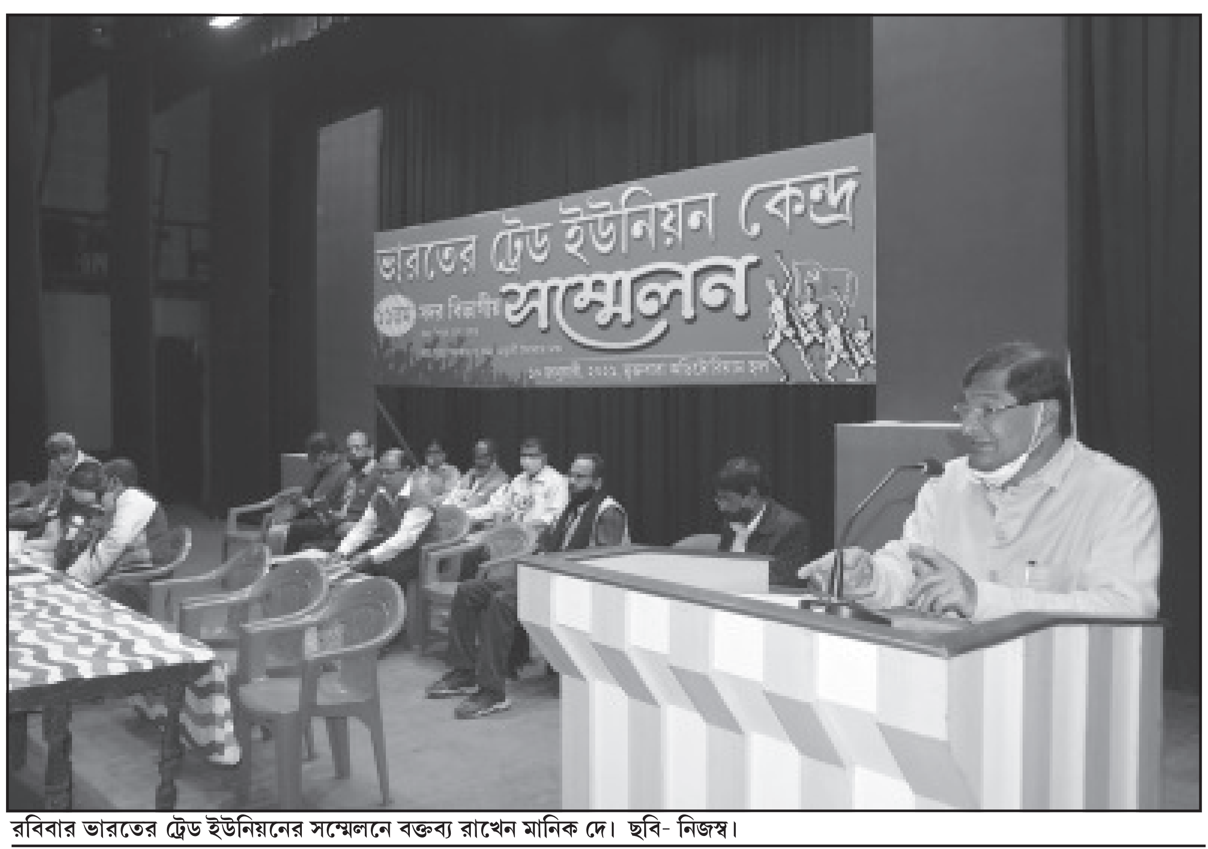

রবিবার ভারতের ট্রেড ইউনিয়নের সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মানিক দে। ছবি- নিজস্ব।

টি এম সি মানে টেম্পল, মসজিদ ও চার্চ এর মেলবন্ধন : মদন মিত্র

বাঁকুড়া, ১০ জানুয়ারি(হি.স.): সদ্য দলছুট শুভেন্দু অধিকারিকে কামারহাটিতে দাঁড়ানর চ্যালেঞ্জ জানালেন তৃণমূল নেতা মদন মিত্র। টিএমসির নতুন ব্যখ্যাও দেন তিনি।তিনি বলেন টিএমসি মানে টেম্পল মসজিদ ও চার্চ এর মেল বন্ধন।

রবিবার বিকালে বড়জোড়া স্কুল ময়দানের এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগাগোড়া তৃণমূল নেতা মদন মিত্র চাঁছাছোলা ভাষায় শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির সমালোচনা করে গেলেন। তিনি বলেন, আমি মমতা ব্যানার্জির কাছে অনুরোধ করব আপনি ২৯৩ আসন নিয়ে বলুন তা আপনার কাছে এনে দেব। শুধুমাত্র আমাকে মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম আসনটা ভিক্ষা দিন। আমি ওখানে প্রার্থী হয়ে দেখিয়ে দেব তৃণমূলের জয় কাকে বলে। তবে বিনিময়ে শুভেন্দুকে কামারহাটিতে দাঁড়াতে হবে। যদি ওকে কাতলা পাড়া করে দিতে না পারি তাহলে আমি মদন মিত্র নই।

এদিন শুভেন্দুকে বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, মীরজাফর নানা ব্যঙ্গাত্মক বিশেষণে ভূষিত করে তিনি বলেন, উনি বলেছেন আমার কিছু চাইনা। আমার পদ চাই না। এদিকে তলে তলে ২০১৪ সাল থেকে অমিত শাহের পা ধরে বসে ছিলেন। এখন দিলীপ ঘোষের পায়ের জুতো ধরে জুট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পদ পেলেন। একদা সহকর্মী শুভেন্দুকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, তৃণমূলে কি দেওয়া হয়নি তোমাকে! মমতা ব্যানার্জি শুধু নোবেলটা দিতে পারেনি! অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারটা দিলে তুমি খুশি হতে। শুভেন্দুকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমার কি নেই- ধন, দৌলত সবই তো তো আছে। কিন্তু তোমার বাংলা মা নেই। তৃণমূলের বাংলা মা আছে। এদিন তিনি বলেন বড়জোড়া থেকে কলকাতা সরকারি বাস পরিষেবার চালুর ব্যাপারে ভূতল নিগমের সাথে কথা বলবেন।

তিনি বলেন, ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়ায় আমরা ৫টি আসন হারিয়েছিলাম। আমি দলের জেলা সভাপতি শ্যামল সাঁতরা, নেতৃত্ব অরূপ চক্রবর্তী, আশুতোষ মুখার্জী, সুখেন বিদ, অলক মুখার্জীদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা শুধু পারমিশনটা এনে দিন। আমি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরে পড়ে থেকে জঙ্গলমহলের সব কটা আসন এনে দেব। বাঁকুড়াতে ১২- ০তে বিজেপি কে হারিয়ে দেখিয়ে দেব।

এদিন তিনি টিএমসির নতুন ব্যখ্যা করে বলেন টিএমসি মানে টেম্পেল, মসজিদ, ও চার্চের মেলবন্ধন। তিনি চ্যালেঞ্জের সঙ্গে বলেন বড়জোড়া আসনে ২০১১ নির্বাচনের ১১ হাজার মার্জিনকে যদি ২২ হাজার মার্জিনে জিতিয়ে নিয়ে যেতে না পারি তাহলে বড়জোড়ার মাটিতে আর কোনদিন পা দেব না। বিজেপির সর্বভারতীয় নেতাদের বহিরাগত ইস্যু তুলে বলেন, দুদিন পর ওরা বলবে বাংলাকে বাঙালির হাত থেকে বার করে নাও। তারপর বলবে বাঙালিরা এখানে থাকতে পারবে না। কিন্তু আমরা বাঙালি পার্টি করিনা। তবু বলছি কত ক্ষমতা আছে দেখি তোমাদের যে বাঙালির বুকে দাঁত ফোটাতে আসছেন। মদন মিত্রের কথায় আমরা বাঙালি রবীন্দ্রনাথকে মানি।দিলীপ ঘোষের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, উনি যে রামের কথা বলেন, সেটা রাম নয় হাম। কারণ রাম কখনো তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করেননি। আর সেই রামের নাম নিয়ে দিলীপবাবু তলোয়ার ঘোরাচ্ছেন। তাকে বাঁকুড়ার মাটিতে আহ্বান করে বলেন, আসুন একদিন সামনা সামনি হয়ে যাক। বিভিন্ন হিন্দি শায়েরী ছড়া কেটে মদন মিত্র বলেন, যদি বাঁকুড়ার লক্ষ বেকারের চাকরি চান, যদি বাঁকুড়াকে শিল্পসমৃদ্ধ করতে চান, যদি কলকাতার সঙ্গে মেলাতে চান তবে মমতাকে জেতান। আমাদের ভুল হলে প্রত্যাখ্যান করুন। কিন্তু, মমতা ব্যানার্জিকে জয়ী করুন, তৃণমূল দলটাকে ভালবাসুন।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ৮২৩ জন

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি স): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। এরই মাঝে আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনার নতুন স্ট্রেন। গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ৮২৩ জন। রবিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

রাজ্যে নতুন করে ৮২৩ বেড়ে বর্তমানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ০৫,৬০,৭০৯। একদিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল ৯,৯৪১। একদিনে করোনা মুক্ত হয়েছেন ৯৫৭। ফলে বর্তমানে সুস্থ হয়ে মোট বাড়ি ফিরেছেন ০৫,৪২,৮৮৭ জন। এখনও পর্যন্ত একটিভ কেসের সংখ্যা ৭,৮৮১। রাজ্য সুস্থতার হার বেড়ে ৯৬.৮২ শতাংশ। রাজ্যে ২৪ ঘন্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৩৫,১২৩ টি। এখনও পর্যন্ত মোট করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৭৪, ৪১,৫০০ টি।

উত্তরপূর্ব গ্রন্থমেলায় দৃষ্টান্ত স্থাপন নৈশবাসের চালক রূপমের ‘লাইফ অব এ ড্রাইভার, কেবিনর ইপারে’, ১০ দিনে বিক্রি ৪৮৮ পৃষ্ঠার আট হাজারটি বই

গুয়াহাটি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : ৩৩ তম উত্তরপূর্ব গ্রন্থমেলায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে নৈশবাসের চালক রূপম দত্তের ‘লাইফ অব এ ড্রাইভার, কেবিনর ইপারে’ শীর্ষক বই। গত ১০ দিনে অষ্টম সংস্করণের এই বই বিক্রি হয়েছে আট হাজার। কোনও অসমিয়া ভাষায় লেখা বই এ-যাবৎকালে এত বিশাল সংখ্যায় বিক্রি হয়নি।

অবিশ্বাস্য হলেও এটাই ঘটনা। এ মুহূর্তে নাইট সুপারের ড্রাইভার রূপম দত্ত বিভিন্ন মাধ্যমে বহুচর্চিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর লেখা বইয়ের খোঁজে গ্রন্থমেলার বুকস্টলে পাঠকদের দীর্ঘ সারি ধরতে হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা, বহু পাঠক বইয়ের নাম মনে নেই বা জানেন না, কেবল শুনেছেন নাইট সুপারের এক ড্রাইভার একটি বই লিখেছেন। তাই বুকস্টলে গিয়ে অনেকে খুঁজছেন, ‘নাইট সুপারের ড্রাইভারের লেখা বইটি দিন তো!’ মূলত, নৈশবাসের চালক রূপম দত্তের লেখা বইয়ের নাম ‘লাইফ অব এ ড্রাইভার, কেবিনর ইপারে’। ৪৮৮ পৃষ্ঠার বিশাল আকারের একেকটি বইয়ের দাম ৩০০ টাকা। অসমিয়া ভাষায় লেখা বই বিক্রি হলে কয়টা হবে, খুব বেশি হলে দুই বা তিন হাজার। এটাই এ-যাবৎকালে সকলের ধারণা। কিন্তু এই ধারণা লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে ‘লাইফ অব এ ড্রাইভার, কেবিনর ইপারে’। গ্রন্থমেলা শুরু হওয়ার দশদিনের মধ্যে আট হাজার কপি বই বিক্রি হয়ে গেছে। রূপম দত্তের এই বই এখন পর্যন্ত অষ্টম সংস্করণ প্রকাশ হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে অসম প্রকাশন পরিষদ-এর উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী গুয়াহাটি বইমেলা এবারও চানমারিতে অবস্থিত অসম ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ এর শেষ দিন। অসম প্রকাশন পরিষদ-এর সচিব প্রমোদ কলিতার সঙ্গে কথা বললে হিন্দুস্থান সমাচার-কে তিনি জানান, কোভিড পরিস্থিতিতেও এবার উল্লেখযোগ্যভাবে সাহিত্যপ্রেমী, বইপ্রেমীদের স্রোত বয়েছিল। পাঠক সমাজ যে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছে তাতে তিনি ধন্য, কৃতজ্ঞও। বলেন, গতকাল একদিনে লক্ষাধিক বই ও সাহিত্যপ্রেমীর স্রোত বয়েছিল। এখন পর্যন্ত তাঁর কাছে যে হিসাব, তাতে এদিন প্রায় এক কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে। এছাড়া গত এগারো দিনে প্রকাশন পরিষদের বিপণিতে বই বিক্রি হয়েছে বারো লক্ষ টাকার বেশি বই। পরিষদের সচিব প্রমোদ কলিতা জানান, এখন পর্যন্ত এবারের গ্রন্থমেলায় প্রায় আট কোটি টাকার বই বিক্রির ঘটনা পুস্তকশিল্পের জন্য এক শুভ বার্তা।

প্রয়াত কোচবিহার জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক আব্দুল কাদের সরকার

হলদিবাড়ি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): কোচবিহার জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক তথা হলদিবাড়ি ব্লক কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের সরকার প্রয়াত। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত রোগ ভোগের পর পর রবিবার জলপাইগুড়ি একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ বেরুবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বালাডাঙ্গা শিমুলতলা এলাকায়।

তিনি দীর্ঘদিন হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছিলেন। হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। এছাড়াও ২০ বছরের বেশি সময় ধরে হলদিবাড়ি একরামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন আব্দুল কাদের সরকার। বর্ষীয়ান নেতার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে হলদিবাড়ি ব্লকের কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে।

বাংলার কৃষকরা বিজেপির সঙ্গে, দাবি দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি স): যত নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তৈরি হচ্ছে রাজনৈতিক তরজা। কিছুদিন আগেই কৃষি আইনের প্রতিবাদ জানিয়ে পথে নেমেছিল রাজ্যের শাসক দল। আর এরই মাঝে রবিবার হেস্টিংস থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে ”বাংলার কৃষকরা বিজেপির সঙ্গে” বলে দাবি করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন,”কৃষক স্বার্থেই নতুন কৃষি আইন। তৃণমূলের আমলে ফসলের দাম পান না কৃষকরা। কৃষক স্বার্থে গ্রামে গিয়ে সভা করবে বিজেপি। গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সচেতন করব।বাংলার কৃষকরা বিজেপির সঙ্গে। কৃষক বিরোধী বিল হলে বাংলায় আন্দোলন হত। বিপাকে পড়ে সহযোগিতার কথা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফড়েদের সঙ্গে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী। কৃষকদের ধোঁকা দিয়েছে মমতা। এখন নাটক করছেন। বাংলার মানুষের এই ধরনের রাজনীতি চান না। বাংলায় এখন ইট-পাটকেলের রাজনীতি। আগে নিজের আসন বাঁচান মুখ্যমন্ত্রী”। দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, ”ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রাম সভায় অংশ নেবেন বিজেপি কর্মীরা। কৃষকের অধিকার সুরক্ষায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালানো হবে ”।

বেহালায় কৃষি আইনের প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিল

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি স): নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে রবিবার ছুটির দিনে রাজ্য রাজনীতি সরগরম রাজনৈতিক দল গুলির মিছিল মিটিং সভায়। একদিকে যখন বিজেপি নেতা সৌমিত্র খাঁ বাইক মিছিল করে ঠিক তখনই বেহালায় কৃষি আইন বিরোধিতা করে পথ নামে তৃণমূল। জোড়া মিছিলে উত্তপ্ত শহরের রাজপথ।

বর্তমানে পাখির চোখ একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলি শুরু করে দিয়েছে নির্বাচনের দিন গোনা। কিন্তু অন্যদিকে বিজেপি-তৃণমূল তরজা তুঙ্গে। রবিবার সৌমিত্র খাঁর নেতৃত্বে বিজেপির বাইক মিছিল শুরু হয় জেমস লং সরণি থেকে গড়িয়াতে শেষ হয়েছে। ঠিক সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে বেহালায় তৃণমূল নেতা তারক সিংহের নেতৃত্বে পথে নামে তৃণমূল। তৃণমূলের এই মিছিল বেহালা থেকে শুরু হয় শেষ হবে রায় বাহাদুর রোড থেকে ১৪ নম্বর বাসস্ট্যান্ডে। বিজেপির বাইক মিছিল থেকে সৌমিত্র খাঁ দাবি করে, ”দক্ষিণ কলকাতার মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখান করেছে সেটা প্রদর্শনে এই মিছিল”।

কাবুলে জঙ্গি হামলা, মারা গেলেন ৩ সাংবাদিক

কাবুল, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): কাবুলে জঙ্গি হামলায় মারা গেলেন এক সাংবাদিক। রবিবার সাংবাদিক জিয়া ওয়াদানের গাড়ি লক্ষ্য করে একটি আইইডি বিস্ফোরণ ঘটায় জঙ্গিরা। এই বিস্ফোরণের ওয়াদান-সহ প্রাণ হারান তাঁর দুই সহকর্মী। আফগানিস্তানের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল ওয়াদান। বর্তমানে আফগানিস্তানের নাগরিক সুরক্ষা বাহিনীর মুখপাত্র হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি।

একটি সাংবাদিক সম্মেলনে কাবুলের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের মুখপত্র তারিক আরিয়ান জানান, ঘটনাটি রবিবার সকালে পূর্ব কাবুলের একটি ব্যস্ত রাস্তার উপর ঘটে। ঘটনাস্থলেই মারা যান ওয়াদান ও তাঁর দুই সহকর্মী। আহতও হন একজন। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার দায় কোনও জঙ্গি সংগঠন স্বীকার করেনি। তবে মনে করা হচ্ছে এই ঘটনার পিছনে জঙ্গি সংগঠন তালিবানের হাত রয়েছে। এই নিয়ে চলতি বছরে দ্বিতীয় বার সাংবাদিক খুন করল তালিবানি জঙ্গিরা।

দুর্গাপুরে কিশোরী খুনে মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপির নেত্রী মফুজা খাতুন

দুর্গাপুর, ১০ জানুয়ারি(হি.স.): ”রাজ্যের ২৩ জেলায় প্রতিদিনই মা-বোনেদের সম্মান ভুলুন্ঠিত হচ্ছে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছোট ঘটনা বলে ধর্ষকদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েও মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যার্থ। আলু, পটল, ভেন্ডির মত কেজি দরে মা বোনেদের সম্মান তুলে দিয়েছেন।” রবিবার দুর্গাপুর কিশোরী খুনে নিউটাউনশিপ থানা ঘেরাওয়ে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবে আক্রমন করলেন বিজেপির রাজ্য সহ সভানেত্রী মফুজা খাতুন। একই সঙ্গে দুর্গাপুরের কিশোরী খুনে সত্য ঘটনা চাপা দেওয়ার অভিযোগে সরব হন ”বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও” এর কো-কনভেনার ডঃ অর্চনা মজুমদার।

উল্লেখ্য, গত ৮ জানুয়ারী রাত্রে দুর্গাপুর নিউটাউনশিপ থানার এমএএমসি কলাবাগান এলকার এক কিশোরীর রহস্যজনক অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবী, মেয়েটিকে ধর্ষন করে খুন করা হয়েছে। ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবীতে থানা ঘেরাও করে এলাকাবাসী। ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। যদিও মেয়েটির খুড়তুতো দাদা থানায় মেয়েটিকে খুনের অভিযোগ দায়ের করে। কিন্তু পরিবারের অভিযোগ, মেলা দেখার নাম করে রাকেশ বাউরী নামে এক যুবক তাকে নিয়ে যায়। এবং ধর্ষন করে খুন করে। এদিকে খবর চাউর হতেই মেয়েটির পাশে দাঁড়ায় বিজেপি। রবিবার বিজেপির মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে এনটিপিএস থানা ঘেরাও করে। উপস্থিত ছিলেন, বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি লক্ষন ঘড়ুই, মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী পাপিয়া পাল। এছাড়াও ছিলেন ”বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও” কো-কনভেনার ডঃ অর্চনা মজুমদার, বিজেপির রাজ্য সহ সভানেত্রী মফুজা খাতুন। এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে ডাঃ অর্চনা মজুমদার বলেন,’ ছেলেটি তৃণমূল পরিবারের। এবং স্থানীয় কাউন্সিলার ঘনিষ্ঠ। তাই সত্য ঘটনাকে চাপা দেওয়া হয়েছে।

মেয়েটির নিজের বাবা-দাদাকে বাদ দিয়ে খুড়তুতো দাদাকে কৌশলে অভিযোগ দায়ের করানো হয়েছে। যাতে ছেলেটি সহজে ছাড়া পেয়ে যায়।’ তিনি বলেন, ’ থানা থেকে ঢিল ছোড়া দুরত্বে মেয়েটির অর্ধনগ্ন মৃতদেহ পাওয়া গেল। শরীরে নানা জায়গা আঘাতের চিহ্ন। পরনের কাপড় ছেঁড়া। তাছাড়াও মেয়েটির আধার কার্ড অনুযায়ী নাবালিকা। অথচ পুলিশ অভিযুক্তকে আড়াল করার জন্য এবং সহজে ছাড়া পাওয়ার জন্য শুধু খুনের অভিযোগ নিয়েছে। ধর্ষনের উল্লেখ করা হল না। তদন্ত না করে অভিযুক্ত বাঁচানোর পুলিশ ও শাসকদলের যে প্রচেষ্টা, তার তীব্র প্রতিবাদ জানায়।’

বিজেপির রাজ্য সহ সভানেত্রী মফুজা খাতুন মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিয়ে কড়া ভাষায় আক্রমন করে বলেন,’ রাজ্যের ২৩ জেলায় প্রতিদিনই মা-বোনেদের সম্মান ভুলুন্ঠিত হচ্ছে। মা-বোনেরা ধর্ষিতা হচ্ছেন, খুন হচ্ছেন। আর প্রত্যেক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছোট ঘটনা বলে ধর্ষকদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন।’

তিনি আরও বলেন,’ আমরা স্তম্ভিত। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েও মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যার্থ। আলু, পটল, ভেন্ডির মতো কেজি দরে মা বোনেদের সম্মান তুলে দিয়েছে। ধর্ষনের রেট বেঁধে দিয়েছেন। নাবালিকা হলে ৩০ হাজার টাকা, সাবালিকা হলে ২০ হাজার টাকা। থানার সামনে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেওয়া ”অভয়া” উইমেন হেল্প লাগানো হয়েছে। ওসব মুছে ফেলা উচিত। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েও মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে পারে না এরকম মুখ্যমন্ত্রীকে রাখা যাবে না। ইনি ধর্ষকদের পক্ষে।’তৃণমূলের স্থানীয় কাউন্সিলার দেবব্রত সাঁই অবশ্য বলেন,’পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ বলছে, প্রাথমিক তদন্তে ও ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে ধর্ষনের কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। পুলিশ তদন্ত করছে।’ তিনি আরও বলেন,’ বিজেপির জেলা সভাপতির ভাইপোর বিরুদ্ধে ধর্ষনের অভিযোগ। গত কয়েকমাস ধরে তাঁর ভাইপো বেপাত্তা। বিজেপির মহিলা মোর্চা তাদের জেলা সভাপতির বাড়ি ঘেরাও করছে না কেন? বিজেপি রাজনৈতিকভাবে এলাকা অশান্ত করছে।’

অন্যদিকে এসিপি (কাঁকসা) অক্সত গর্গ জানান,’ মামলা দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আদালতে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।’

আলোচনার মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে বিবাদ মেটাতে চান নেপালের প্রধানমন্ত্রী

কাঠমান্ডু, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতের সঙ্গে মানচিত্র নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ার পর থেকে যে অশান্তির সূত্রপাত হয়েছে। ফের আলোচনার মাধ্যমেই তা মেটানোর জন্য সওয়াল করলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। তবে কালাপানি, লিম্পিয়াধুরা ও লিপুলেখের দাবিও যে ছাড়ছেন না তাও পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে কাঠমাণ্ডুতে অবস্থিত নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির বাসভবনে মন্ত্রিসভার একটি জরুরি বৈঠক হয়। সেখানে কালাপানি, লিম্পিয়াধুরা, লিপুলেখ তিনি ভারতের থেকে পুনরুদ্ধার করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন ।তবে আগের মত অনড় মনোভাব না দেখিয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়েই এই সমস্যার সমাধান করবেন বলে জানান।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০২২ সাল পর্যন্ত মেয়াদ ছিল সরকারের। কিন্তু, নেপালের শাসকদল কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যেভাবে ওলির প্রতি ক্ষোভ বাড়ছিল তাতে তিনি কত প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। বিষয়টি বুঝতে পেরেই সরকার ভেঙে দিয়ে আগামী এপ্রিল মাসে ফের নির্বাচনের রাস্তায় হাঁটার পরিকল্পনা নেন কেপি শর্মা ওলি। উদ্দেশ্য ছিল, দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে নিজেকে সর্বশক্তিমানে পরিণত করা। দলের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে নেপালের একনায়ক হয়ে ওঠা। আর তাই কেয়ারটেকার প্রধানমন্ত্রী হয়েও ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিবাদ মেটানোর বিষয়ে এখন থেকেই চেষ্টা শুরু করছেন। যাতে এই বিষয়টি নেপালে ভোটের সময়ে প্রচারের কাজে লাগানো যায়।

বাঁকুড়ার জুনবেদিয়ায় বিজেপির শাখা কার্য্যালয়ের উদ্বোধন

বাঁকুড়া, ১০ জানুয়ারি(হি.স.): বাঁকুড়া শহরের উপকন্ঠে জুনবেদিয়ায় রবিবার দুপুরে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হল শাখা কার্য্যালয়ের।বিজেপিৰ বাকুড়া সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি নিলিদ্রী দানা ও দিলীপ পাল, আরএসএস-এর জেলা কার্যকর্তা অবনী ভূষন মন্ডল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাঁকুড়া ২ নং ব্লকের অন্তত জুনবেদিয়ায় কার্যালয় উদ্ধোধন উপলক্ষে বিজেপিৰ কর্মী মহলে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা যায়।

বিজেপির জেলা সহ সভাপতি নিলিদ্রী দানা জানান কার্যালয় উদ্বোধন উপলক্ষে এদিন সহ ভোজনের আয়োজন করা হয়।এলাকার অধিবাসীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল সংগ্রহ করে সহ ভোজনের আয়োজন করা হয়। তিনি আরও বলেন সারা রাজ্যজুড়ে সাধারন মানুষ থেকে বিশিষ্ঠ জনেরা বিজেপির নীতি ও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ঠ হচ্ছেন এবং দলে যোগ দিচ্ছেন।

চাল-ত্রিপলের পর এবার ভ্যাকসিন চুরিতেও এই সরকারের নাম চলে আসছে, মুখ্যমন্ত্রীর চিঠিকে কটাক্ষ কৈলাসের

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি স): নির্বাচনের আগেই রাজ্য রাজনীতি উত্তাল মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি নিয়ে। করোনা আবহের মাঝেই রবিবার চিঠি দিয়ে রাজ্যের সকল মানুষকে বিনামূল্যে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি নিয়ে ”চাল চোর, ত্রিপল চোর পর এবার ভ্যাকসিন চুরিতেও এই সরকারের নাম চলে আসছে” কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়। মুখ্যমন্ত্রীর চিঠিকে কটাক্ষ করে কৈলাস বিজয়বর্গীয় আরও বলেন, ”চাল চোর, ত্রিপল চোর পর এবার ভ্যাকসিন চুরিতেও এই সরকারের নাম চলে আসছে।করোনা যোদ্ধাদের বিনামূল্য ভ্যাকসিন দিচ্ছেন মোদীজি। রাজ্য সরকার স্রেফ স্বাস্থ্য দফতরের মাধ্যমে ভ্যাকসিন বিতরণের ব্যবস্থা করুক, তাহলেই হবে”। কৈলাশ বিজয়বর্গীর মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি নিয়ে কটাক্ষের পরেই পাল্টা রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, ’’বাংলার মানুষকে কি এতই বোকা” ।উল্লেখ্য,এদিন বিভিন্ন জেলার পুলিশ কর্তা ও স্বাস্থ্য কর্তাদের চিঠি দিয়ে বিনামূল্যে রাজ্যবাসীকে করোনার টিকা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ”আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের সরকার রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে আপনি যেভাবে সবসময় করোনা বিপর্যয় মোকাবিলায় মানুষের পাশে থেকেছেন, তাদের সাহায্য করেছেন, তাকে সম্মান জানিয়ে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের সরকারের তরফ থেকে আপনার কাছে এই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়া হবে।

বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকের সাসপেনশন রদের দাবিতে সম্মিলিত প্রতিবাদ শিক্ষাবিদদের

শান্তিনিকেতন, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): বিশ্বভারতীর অর্থনীতির অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্যের সাসপেনশন রদের দাবিতে সম্মিলিত লিখিত প্রতিবাদে সরব হলেন দেশের নামী দামি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিদরা। সেই তালিকায় আছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাদবপুর, জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি দেশের বাইরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মত স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিদ থেকে ছাত্র ছাত্রীরা। তাঁরাও এব্যাপারে প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন।

তাঁরা একযোগে ঘটনার নিন্দা করে বলেন, অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য বিশ্বভারতীতে বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তার কারণে অনৈতিকভাবে তাঁকে সাসপেনশন নোটিশ ধরানো হয়। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা যায় না। অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে এই সাসপেনশন তুলে নেওয়া হোক।

অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতি যেরকম অনৈতিকভাবে সাসপেন্ড করছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন দেশের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের ৫৬১ জন শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবি। প্রতিবাদে তাঁরা একযোগে বিবৃতি জারি করে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁরা অধ্যাপকের এই অনৈতিক সাসপেনশনকে ধিক্কার জানান।

রবিবার চতুর্থ ভারত ও বাংলার কবিতা ও ছবি উৎসবের সূচনা করেন বিচারপতি অরিন্দম লোধ। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

শীতে গলা ভেজান গুড়ের চায়ে, জেনে নিন রেসিপি

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: মাঝ ডিসেম্বর কেটে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও এখনও জাঁকিয়ে শীতের দেখা মেলেনি। তাই নানা ধরনে মরশুমি শারীরিক সমস্যা লেগেই রয়েছে। যেমন ধরুন সর্দি, কাশি, হালকা জ্বরের মতো সমস্যা। আবার তার উপর রয়েছে করোনার আতঙ্ক। তার ফলে এই মুহূর্তে শারীরিক সমস্যা দূর করতে নিজেকে রাখতে হবে চাঙ্গা। এক কাপ গরম চায়ে চুমুক দিয়েই যদি সমস্ত রোগকে দূরে রাখা যায়, তবে কেমন হয়? মন্দ হয় না তাই তো? কিন্তু কীভাবে এই বিশেষ ধরনের চা তৈরি করবেন তার প্রণালী আপনার জানা নেই? চিন্তা না করে বরং জেনে নিন গুড় দিয়ে বিশেষ ধরনের চা তৈরির পদ্ধতি।

প্রণালী:

প্রথমে একটি পাত্রে এক কাপ জল গরম করুন। এবার তার মধ্যে ৪টি ছোট এলাচ, ১ চামচ মৌরি, আধ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, ২ চামচ চা পাতা দিয়ে দিন। সামান্য ফুটতে দিন। এবার অন্য একটি পাত্রে আধ কাপ দুধ গরম করে নিন। ওই মিশ্রণটির মধ্যে ফুটন্ত দুধ ঢেলে দিন। তারপর তা গরম করে নিন। এবার ওই পাত্রের মধ্যে ২ চামচ গুড় দিন। সম্পূর্ণ গুড় মিশে যাওয়ার পর তা নামিয়ে নিন। ব্যস! গুড়ের চা (জ্বথত্মন্টত্রথ) তৈরি। এবার ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে গরম গরম পরিবেশন করুন।

উপকারিতা:

১. গুড়ে রয়েছে আয়রন (জ্জন্দ্রদ্র)। তাই যাঁরা রক্তাল্পতার সমস্যায় ভুগছেন তাঁদের জন্য গুড়ের চা অত্যন্ত উপযোগী।

২. কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে শরীরকে তরতাজা করতে সাহায্য করে গুড়। আপনারও তেমন সমস্যা থাকলে গুড়ের চায়ের কাপে একটা চুমুক আপনাকে দিতে পারেন অন্য রকমের তরতাজা অনুভূতি।

৩. আপনার কী অল্পতেই ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সমস্যা রয়েছে? তবে গুড়ের চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আপনি সেই সমস্যা থেকেও মুক্তি পেতে পারেন।

৪. এছাড়াও গুড়ের চায়ে অন্যান্য উপকরণ আপনার ফুসফুসকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

৫. অবসাদ এবং দুর্বলতা থেকেও আপনাকে মুক্তি দিতে পারে গুড়ের চা। আপনি যদি সত্যি চা প্রেমী হন, তবে গুড়ের চায়ের কাপে যে চুমুক দিতে ভুলবেন না সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে যাঁরা চা প্রেমী নন তাঁরাও স্বাস্থ্যের কথা ভেবে একবার অন্তত এই ধরনের চায়ে গলা ভিজিয়ে দেখতেই পারেন। মন্দ লাগবে না।

খাদ্যরসিকদের জন্য সুখবর!

বিপ্লবচন্দ্র দাস, কৃষ্ণনগর: শীত পড়তেই নলেন গুড়ের (ঞ্জ্রনত্রদ্র ওভ্ত) সন্দেশ এবং রসগোল্লার স্বাদ পাওয়ার ইচ্ছে জাগে না, এমন বাঙালির সংখ্যা নেহাতই খুব কম। কিন্তু ভেজাল মেশানো গুড়ের রমরমায় খাঁটি নলেন গুড় পাওয়া কিছুটা সমস্যাই বটে। বাঙালিকে খাঁটি নলেন গুড়ের স্বাদ পাইয়ে দিতে পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ ইতিমধ্যেই খাঁটি নলেন গুড়কে টিউবে বন্দি করে মানুষের সামনে এনেছে। এখন থেকে সাধারণ মানুষ অনলাইনে কিনতে পারবেন টিউব নলেন গুড়। বাংলার খাদি ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে কেনা যাবে এই নলেন গুড়।

জামা কাপড়ের মতই ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে টিউব-বন্দি খাঁটি নলেন গুড়। খাদ্যরসিকদের জন্য আরও আনন্দের খবর, নলেন গুড়ের উৎপাদন শুরু হওয়ার মুখে পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের তৈরি টিউব নলেন গুড়ের দাম এখন কম। ১৫০ মিলি লিটার টিউবের দাম আগে ছিল ৮০ টাকা। বর্তমানে সেই টিউবের দাম কমে হয়েছে মাত্র ৬৪ টাকা। এই বিষয়ে খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌরীশংকর দত্ত জানিয়েছেন, "নলেন গুড় তৈরির সিজন সবে শুরু হয়েছে। গত বছরের মতই উৎপাদন চলছে। এখন থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এই উৎপাদন চলবে। খাঁটি নলেন গুড় টিউবে বন্দি করে রেখে দেওয়া হবে। যাতে সারাটা বছরই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।"

যদিও করোনা পরিস্থিতির কারণে উৎপাদন বা বিক্রির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে গৌরীশংকর দত্তের মন্তব্য, "এখনও পর্যন্ত কোন সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি। খাঁটি নলেন গুড় তৈরি করে তা টিউব-বন্দি করে বিভিন্নভাবে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ক্রেতাদের কাছে। এখন থেকে অনলাইনের মাধ্যমেও ক্রেতারা এই নলেন গুড় পেতে পারেন।" পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের উদ্যোগে ও অর্থসাহায্যে নদিয়ার ভাজনঘাটে ৩ বছর আগে তৈরি হয়েছে খাঁটি নলেন গুড় তৈরির কারখানা। খাঁটি নলেন গুড় উৎপাদনের দায়িত্বে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ নলেন গুড় উৎপাদক কল্যাণ সমিতি।

মূলত ভাজনঘাট ও আশপাশের এলাকার যেসব মানুষ খেজুর গাছ থেকে খেজুর রস সংগ্রহ করেন, তাঁদের কাছ থেকে রস কিনে নেয় ওই সমিতি।

এরপর সেই রসের মধ্যে চিনি বা জল জাতীয় কিছু মেশানো আছে কিনা, তা ওই কারখানার ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়। এরপর কাঠের জালের মাধ্যমে তৈরি করা হয় খাঁটি নলেন গুড়। শ্রীকৃষ্ণ নলেন গুড় উৎপাদক কল্যাণ সমিতি নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষপর্যন্ত কারখানায় তৈরি নলেন গুড় টিউব-বন্দি করে। সেই সমস্ত টিউব নিয়ে নেয় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ।

উত্তর ভারতীয় সুস্বাদু চিকেন রেসিপি

নতুন বছর, তার উপর শীতকাল। স্বাদেও কিছু নতুনত্ব আনতে তো মন চায়। আর স্বাদ বদলের জন্য সবচেয়ে ভাল পরীক্ষানিরীক্ষা চলে বোধহয় চিকেনের উপরই। কারণ, রান্নার ধরনের উপর, উপকরণের উপর নির্ভর করে চিকেনের স্বাদ। বাড়িতে রান্না করা ঝোল ঝোল মাংসের পাশাপাশি চিকেনের নানা ফিউশনও তো চেখে দেখেছেন নিশ্চয়ই? এবার আসুন, দেশের অন্যান্য প্রান্তের কিছু ঐতিহ্যশালী চিকেনের পদ শেখা যাক। উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোয় একটু অন্যভাবে রান্না হয় মাংস। তারই দুটো রেসিপি রইল —

কড়াই চিকেন

এটি মূলত উত্তর ভারতের একটি জনপ্রিয় পদ। এই রান্নার একটি বিশেষত্ব, মশলাগুলো মেশানো হয় রান্নার প্রায় শেষভাগে। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, এতগুলো টমেটো, তারওপর টকদই দেওয়ার ফলে একটা টক ভাব আসবে রান্নার মধ্যে। কিন্তু আদতে তা হয় না। মশলা এবং কাঁচালঙ্কার ঝাল ভাব টমেটো ও এবং দইয়ের প্রভাবকে কমিয়ে দেয়। ফলে একটা অন্য ধরনের স্বাদ চাখার সুযোগ এনে দেয় কড়াই চিকেন।

উপকরণ:

চিকেন — ৫০০ গ্রাম
টমেটো — ৫টি (চার ভাগ করে কাটা)
পিঁয়াজ কুচি — হাফ কাপ
ধনে ও জিরেগুঁড়ো — ১ চা চামচ
গরমমশলা — ১ চা চামচ
ড্রাই কসুরি মেথি পাতা — ১ চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ
ধনেপাতা কুচি — ৪ টেবিল চামচ
নুন, চিনি — পরিমাণমতো
তেল — ১০ টেবিল চামচ
আদা বাটা — ১ চা চামচ
গোটা জিরে — ১ টেবিল চামচ
টক দই — ২ বড় চামচ (ভাল করে ফেটিয়ে রাখা)
বড়ো আকারের কাঁচালঙ্কা — চারটি (অর্ধেক করে চিরে নেওয়া)

পদ্ধতি: প্রথমে কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে কাঁচা মাংস দিয়ে দিতে হবে। কড়া আঁচে ভাজতে হবে। মাংসে হালকা বাদামি রং ধরা পর্যন্ত। এরপর মাংসগুলো নামিয়ে নিয়ে আঁচ কমিয়ে ওই তেলে গোটা জিরে ফোড়ন দিতে হবে। হালকা ভাজার পর সুগন্ধ বের হলে তেলে ঢেলে দিন পিঁয়াজ কুচি। তাতে সোনালি রং ধরার পর আদাবাটা দিয়ে কষিয়ে নিন। মশলা কষার গন্ধ বেরলে ভেজে তুলে রাখা মাংসগুলো ওই তেলের মধ্যে আবার মিশিয়ে দিতে হবে। তাতে টমেটোগুলি মিশিয়ে দিন। পরিমাণমতো নুন আর চিনি দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। হালকা আছে খানিকক্ষণ নেড়েচেড়ে পাত্রটি ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে কিছুক্ষণ।

এরইমধ্যে টমেটো এবং মাংস থেকে জল বেরিয়ে আসা শুরু হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে টমেটোগুলোকে ঘেঁটে দিতে হবে। টমেটোর উপরিভাগে থাকা খোসা কাঁটা চামচ দিয়ে আস্তে করে তুলে নিন। বাকি টমেটো গলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর মশলা ও মাংসের মধ্যে মেশান ধনে, জিরে। খানিকক্ষণ নেড়েচেড়ে দিন গরম মশলা এবং শুকনো কসুরি মেথি (হাতের তালুতে নিয়ে গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দিতে হবে)। দেড় থেকে দু'মিনিট কষার পর দই দিয়ে দিন। খেয়াল রাখার বিষয় যে, আঁচ অবশ্যই কমানো থাকবে সেই সময়ে। না হলে দই কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দই মেশানোর পর আবার দেড় মিনিট কষিয়ে কাঁচা ধনেপাতা এবং কাঁচালঙ্কা চেরা তার মধ্যে দিয়ে নেড়েচেড়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দিন ৫ থেকে ৬ মিনিট। এরপর পরিবেশন। পরোটা, রুটি, পোলাও বা সাদা ভাতের সঙ্গে চমৎকার মানানসই ডিশ।

দহি-অনিয়ন চিকেন

এটি পাঞ্জাবের লুধিয়ানার অতি জনপ্রিয় এবং ঐতিহ্যশালী একটি পদ। সহজে, খুব দ্রুত রান্না এবং রুটি বা পরোটার সঙ্গে চিকেনের এই পদটি খেতে খুবই পছন্দ করেন সেখানকার বাসিন্দারা। আপনিও শিখে নিন শিখদের হেঁসেলের পদটি।

উপকরণ:

চিকেন — ৫০০ গ্রাম
টকদই — ২৫০ গ্রাম
পিঁয়াজ — ২টি (কুচিয়ে নেওয়া), ২টি (ডুমো করে কাটা)
সর্ষে, নুন, চিনি, গোটা শুকনো লঙ্কা, গোলমরিচ গুঁড়ো পরিমাণমতো

স্যুপ খেয়ে শীতে আমেজ

স্যুপ কেবল স্টার্টার নয়। বরং কমপ্লিট মিল। ঠিকঠাক মতো বানাতে পারলে স্যুপ হয়ে ওঠে সুস্বাদু; আর স্বাস্থ্যকরও। পছন্দ ছেরেবুড়ো সবার। শীত জাঁকিয়ে না পড়লেও এই সময়ে স্যুপ হতে পারে রসনাবিলাসের দারুণ সঙ্গী। শুভাগতা দেবাশীষের দেওয়া রেসিপিগুলো ট্রাই করা যেতে পারে।

সবজি ও নুডলস স্যুপ

উপকরণ

ক্যাপসিকাম ১টি, গাজর অর্ধেকটি, ফুলকপি (ছোট) ১টি, মটরশুঁটি সিকি কাপ, নুডলস ৫০ গ্রাম, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, ব্রকলি ১ কাপ, লেবু ১টি, মাখন ২-৩ টেবিল চামচ, আদা পেস্ট ১ টেবিল চামচ, গ্রিন চিলি সস আধা টেবিল চামচ, সয়া সস আধা টেবিল চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি

প্রথমে সব সবজি ছোট ছোট করে কেটে নিতে হবে। এরপর প্যানে মাখন দিয়ে আদা পেস্ট দিয়ে দিন। মটরশুঁটি দিয়ে গাজর দিন। অল্প আঁচে রান্না করুন। বাকি সবজিগুলো দিতে থাকুন। লবণ, গ্রিন চিলি সস দিয়ে দিন। সবজি হালকা গরম হলে ৩ কাপ পানি দিন। পানি ফুটলে (বলক উঠলে) নুডলস দিন। এবার গোলমরিচের গুঁড়া দিন। লেবুর রস, সয়া সস দিয়ে দিন এবার। সবশেষে মাখন আর ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন। এবার পরিবেশন করুন গরম গরম।

মুরগি ও সবজির স্যুপ

উপকরণ

মটরশুঁটি ১ কাপ, গাজর ১ কাপ, বাঁধাকপি ১ কাপ, ডিম ৩টি, মুরগির মাংস (বুকের অংশ) ১ কাপ, বরবটি আধা কাপ, চিলি সস ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, সিরকা ২ টেবিল চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, গোলমরিচ ১ টেবিল চামচ, লাল কাঁচামরিচ বাটা আধা চা-চামচ, সয়া সস ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি

প্রথমে প্যানে মাংস ভেজে নিন। এরপর বাঁধাকপি, মটরশুঁটি, গাজর, বরবটি, সয়াসস দিন। গোলমরিচ, লবণ, লাল কাঁচা মরিচ বাটা দিন। সিরকা দিন। ২ লিটার পানি দিতে হবে। পানিতে বলক এলে মাংস আর সবজি পানি থেকে তুলে নিতে হবে। মাংস জুলিয়ান কাট করে নিন। এবার সবজি দিন। চিলি সস, গোলমরিচের গুঁড়া দিতে হবে। অতঃপর ডিম ফেটে দিন। আস্তে আস্তে নাড়ুন। সবশেষে কর্নফ্লাওয়ার পানিতে মিশিয়ে স্যুপের ভেতরে দিতে হবে। তারপর নামিয়ে ফেলতে হবে। গরম গরম পরিবেশন করুন।

ক্লিয়ার ভেজিটেবল স্যুপ

উপকরণ

ফুলকপি ১ কাপ, ব্রকলি ১ কাপ, গাজর ১ কাপ, মটরশুঁটি ১ কাপ, বরবটি ১ কাপ, লবণ স্বাদমতো, চিনি আধা চা-চামচ, লাল কাঁচামরিচ অর্ধেকটি, রসুন কুচি ভাজা ১ টেবিল চামচ, ভেজিটেবল স্টক ৪ কাপ।

প্রণালি

সস প্যানে স্টক দিয়ে সব সবজি দিতে হবে। ফুটে উঠলে ২-৩ মিনিট পর চিনি, লবণ দিয়ে দিন। নামানোর আগে রসুন বেরেস্তা, লাল মরিচের ফালি দিয়ে নামিয়ে ফেলুন।

মটরশুঁটি চিংড়ির স্যুপ

উপকরণ

ভেজিটেবল স্টক ৪ কাপ, মাঝারি আকারের চিংড়ি ৮টি, মটরশুঁটি ১ কাপ, লবণ স্বাদমতো, চিনি স্বাদমতো, মাখন ১ চা-চামচ ও লেবুর রস ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি

ভেজিটেবল স্টকের মধ্যে চিংড়ি, মটরশুঁটি ভালো করে ফুটিয়ে (বলক আসতে হবে) নিতে হবে। লবণ, চিনি, লেবুর রস দিতে হবে। নামানোর আগে মাখন দিন। স্যুপের সঙ্গে গার্লিক ব্রেড/গার্লিক টোস্ট পরিবেশন করুন।

ক্রিম অব টমেটো স্যুপ

উপকরণ

বড় লাল টমেটো ৪টি, পেঁয়াজ স্লাইস ১ টেবিল চামচ, রসুন কুচি ১ চা-চামচ, আদা ১ চা-চামচ, সেলরি অল্প পরিমাণে, গাজর কুচি কাপ, কালো গোলমরিচ ৮/১০টি, স্টক ৪ কাপ, লবণ স্বাদমতো, মাখন ২ টেবিল চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, ফ্রেশ ক্রিম ১ কৌটা, চিনি স্বাদমতো, সাজানোর জন্য পাউরুটি টুকরা ৪/৫টি (টুকরো করে নিতে হবে)।

প্রণালি

তেলে মাখন দিয়ে পেঁয়াজ, সেলরি, রসুন, গাজর, টমেটো, লবণ, কালো গোলমরিচ, স্টক দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

আলাদা করে পানি ও টমেটো ছেঁকে নিন। টমেটো গলে গেলে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করতে হবে। ঠান্ডা পানি দিয়ে ব্লেন্ড করা টমেটো কড়াইতে দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। লবণ, গোল মরিচগুঁড়া ও চিনি দিন।

ছেঁকে নিন। ছেঁকে নেওয়া স্যুপ আবার কড়াইতে দিতে হবে। কর্নফ্লাওয়ার দিতে হবে। ফ্রেশ ক্রিম দিন। পাউরুটি চারকোনা করে কেটে ভেজে নিতে হবে। ক্রিম ভালো করে মিশিয়ে নিন। স্যুপের ওপর ভাজা পাউরুটি ও ক্রিম দিয়ে পরিবেশন করুন।

সুস্বাদু খাবারের ঠিকানাগুলি

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: শীতের পারদ ১০ ডিগ্রির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। রাত ঘনিয়ে আসতেই মনটা যেন কেমন পার্টি পার্টি করতে থাকে। 'পার্টি অ্যানিমেল' শব্দটি যদি আপনার মতো মানুষদের জন্য তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে বছরশেষে পরিকল্পনা নিশ্চয়ই করে ফেলেছেন। কিন্তু করোনা (ঋদ্রন্দ্রদ্রথ ঋ্লন্ডস্) কালে খাবার জায়গা দেখেশুনে বাছবেন। যাতে আপনার পাতে খাবার সুস্বাদু হয়, তার পাশের পানীয় উপভোগ্য হয়, আবার সুরক্ষার ক্ষেত্রেও সচেতন থাকা যায়। এমনই কিছু স্বাদের ঠিকানা রইল আজকের বছরশেষের এই প্রতিবেদনে।

দ্য লর্ডস অ্যান্ড ব্যারনস বছরশেষে শীতমাখানো সন্ধ্যায় যদি হাফ রোস্ট করা চিকেন স্ম্যাশন পটেটো, ভেজিটেবিলসের সঙ্গে পেপার সসের মাখামাখি একটা কম্বনেশন চান। তাহলে পার্ক স্ট্রিটের এই ঠিকানায় যেতেই পারেন 'সানডে চিকেন রোস্ট' চেখে দেখতে। এছাড়াও পাবেন গ্রিলড কিং ফিল এবং স্মোকি বেকনে মোড়ানো চিকেন সসেজ। দুপুর ১২টা থেকে রাত ১২ পর্যন্ত খোলা থাকবে এই ঠিকানা।

ট্রাফিক গ্যাস্ট্রোপাব— ককটেল ও প্ল্যাটারের কিলার কম্বিনেশন পেয়ে যাবেন নিউটাউনের সিটিসেন্টার ২-এর এই পাবে। শুধুমাত্র শীতের মরশুমের জন্যই থাকছে মটন বোটি, টাংড়ি বাটারের ওভারডোজ। সিজলিং এই সফরে পাবেন সুস্বাদু চিকেন ও পর্ক। ব্যতিক্রমের চাহিদা থাকলে আপনার মন জয় করবে 'জলেবি বাঈ'। দুপুর ১২টা থেকে রাত ১০.৩০ পর্যন্ত খোলা থাকবে উত্তর কলকাতার এই ঠিকানা।

আমিনিয়া — সাবেকিয়ানার চাহিদা থাকলে চলে যেতে পারেন আমিনিয়ায়। রাজারহাট মেইন রোডের উপর এই অত্যাধুনিকতার ছোঁয়ায় এই ঠিকানায় মিলবে নাল্লি নিহারির আনন্দ। ধোঁয়া ওঠা চিকেন কিংবা মাটন বিরিয়ানি। সকাল ১১টা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত খোলা।

একডালিয়া কোসিনা - দক্ষিণ কলকাতার পার্টি প্রেমীদের জন্য সকাল ৮.৩০ থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে গড়িয়াহাটের এই ঠিকানা। রসনাতৃপ্তির জন্য পাবেন পোচ করা ফিশ ফ্লোরেন্টাইন, বেকড ফিশ। গোটা ভেটকি গ্রিল করে পাতে পরিবেশন করা হবে। এছাড়াও রয়েছে নানা জিভে জল আনা পদ। অর্ডার দিলে পেয়ে যাবেন

চকোলেট বা আম দিয়ে তৈরি জিভে জল আনা ফিউশন পিঠে

পিঠে, পাটিসাপটা তো খেয়েই থাকে বাঙালি। দুধ-ক্ষীর-ছানা-নারকেলের মিশেলে আর কুশলী হাতে পড়লে দেবভোগ্য এই ডেজার্টের জন্য বছরভর উত্তুরে হাওয়ার অপেক্ষায় থাকে বাঙালি। এবং যা খবর পাওয়া যাচ্ছে আজকাল, তাতে দেখা যাচ্ছে বহু অবাঙালিও এর স্বাদে বেশ মজেছেন। পিঠেপুলির সাবেক স্বাদে যদি ফিউশনের রং লাগে, যদি চেনা পিঠেটা চকলেটের আস্তরণে মুড়ে আপনার প্লেটে হাজির হয়, শীতকালের পিঠেতে গ্রীষ্মের আম যদি এসে হঠাৎ তার স্বাদ বদলে দেওয়ার অনুঘটকের কাজ করে, কেমন দাঁড়াবে ব্যাপারটা?

এরকমই পরীক্ষামূলক কয়েকটি পিঠে চেখে দেখার সুযোগ তুলে দিয়েছে কলকাতার খাদ্যদুনিয়ার একটি নাম করা প্রতিষ্ঠান স্পাইসেস অ্যান্ড সসে'স। পয়লা জানুয়ারি শুক্রবার অর্থাৎ আজ বিকেল থেকে সাবেক পিঠেরপুলির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ফিউশন পিঠে ও তার সম্ভার সাজিয়েছে নিউটাউনের (ঞ্জত্রন্দ্রঠদ্রন্দ্রদ্র) রবীন্দ্রতীর্থে। শীতকালজুড়ে এই স্টল সাদর আমন্ত্রণ জানাবে আপামর নাগরিককে। যখন যেদিন মন চাইবে গিয়ে পৌঁছলেই হল।

'পৌষ পার্বণের পালায়, পিঠেপুলির মেলায়, চলো চলো রবীন্দ্র তীর্থ'-এই ক্যাচ লাইনের পিঠে পার্বণ শুরু করেছে এই সংস্থা। তবে শুধু পিঠে দিয়ে পেট ভরানো নয়, মন ভরানোর উপাদানও এই উৎসবে মজুদ। পয়লা জানুয়ারিতে যেমন এই উৎসবে সংগীত পরিবেশন করলেন হৈমন্তী শুক্লা, শ্রাবণী সেন, সিধু, তেমনই রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসলেন নাট্যব্যক্তিত্ব দেবশংকর হালদার, সাহিত্যিক সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ। এদিন দেবাশিস সেন, হিডকোর চেয়ারম্যান এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। ছিলেন আরও বিশিষ্টরা। স্পাইসেস অ্যান্ড সসে'স-এর কর্ণধার ছন্দা চক্রবর্তী পরিকল্পনা করেছেন এরকম একটি অনুষ্ঠানের, যেখানে বাঙালি তার হারিয়ে যাওয়া কিছু স্বাদ, মুহূর্ত ফিরে পেতে চাইবেন।

রবীন্দ্রতীর্থের মেলায় আম দিয়ে বানানো 'অমৃত পিঠে' বা চকোলেট সহযোগে তৈরি পাটিসাপটা 'পিঠে প্যাশন' ছাড়াও সাবেক পিঠেপুলিও থাকবে। চেখে দেখতে পারেন 'পিঠে মিঠে', 'পিঠে বাসনা', 'পিঠে নলিনী', 'রসেবসে পিঠে' ইত্যাদি। মিষ্টি খেতে খেতে মুখ মেরে গেলে নোনতার দিকে নজর ঘোরানোর ব্যবস্থাও থাকছে।

মিষ্টি কিন্তু মিষ্টি নয়!

সাধারণ চিনি হচ্ছে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের একটি যৌগ। চিনিতে এই দুই ধরনের শর্করা ৫০ : ৫০ অনুপাতে থাকে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে মিষ্টি, মিষ্টান্ন দ্রব্য বা সোডা ও কোমল পানীয় তৈরিতে সাধারণ চিনির বদলে ব্যবহৃত হয় ফ্রুক্টোজ কর্ণ সিরাপ, যাতে ফ্রুক্টোজের পরিমাণ গ্লুকোজের চেয়ে অনেক বেশি। গ্লুকোজ আমাদের শরীরে শক্তির প্রধানতম উৎস। দেহের প্রায় প্রতিটি কোষ গ্লুকোজ ব্যবহার করে ক্যালরি উৎপন্ন করে। কিন্তু ফ্রুক্টোজ ব্যবহৃত হয় কেবল যকৃতে। আর আমাদের যকৃৎও অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক ফ্রুক্টোজ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত নয়। বিষয়টি প্রথম বিজ্ঞানীদের নজরে আসে ২০০৮ সালের দিকে। দেখা যায়, গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ — দুটিই শর্করা হলেও শরীরে দুভাবে এরা কাজ করে। খাদ্য থেকে আহরিত প্রায় সব গ্লুকোজ বিভিন্ন কোষে ব্যবহৃত হয়ে যায়, ব াকিটা ইনসুলিন ভেঙে ফেলে এবং মাত্র ২০শতাংশ যকৃতে গিয়ে চর্বি হিসেবে জমা হয়। কিন্তু ফ্রুক্টোজের ১০০ শতাংশই যকৃতে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রাইগ্লিসারাইড, ভিএলডিএল ইত্যাদি ক্ষতিকর চর্বিরূপে জমা হতে থাকে। আপনি যদি ১২০ ক্যালরি গ্লুকোজ খান, দিনের শেষে তার মোটে এক ক্যালারি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালরি শেষে তার মোটে এক ক্যালরি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালিরি শেষ পর্যন্ত চর্বিতে পরিণত হয়। যকৃতে জমা হওয়া অতিরিক্ত চর্বি ধীরে ধীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় টাইপ -২ ডায়াবেটিস ও ফ্যাটি লিভারের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়, রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি ব াড়াতে পারে। এছাড়া গ্লুকোজ যদিও তৃপ্তি হরমোনগুলিকে উদ্দীপ্ত করে, ফ্রুক্টোজ করে ঠিক তার উল্টোটা। তাই ফ্রুক্টোজ বেশি খেলে খিদে বা খাওয়ার ইচ্ছা আরো বাড়ে, যা ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। সত্তরের দশক থেকে বিশ্বজুড়ে সব ধরনের মিষ্টিদ্রব্য ও পানীয় তৈরিতে কর্ণ সিরাপের ব্যবহার বেড়ে যায় দুটির কারণে। এটি চিনির চেয়ে সস্তা এবং বেশি মিষ্টি। বর্তমানে ইউএসডিএর মতে, গড়পড়তা মার্কিনদের দৈনিক খাবারের এক চতুর্থাংশ ক্যালরি আসে এসব ফ্রুক্টোজ মিশ্রিত খাবার থেকে। সাধারণ ফলমূল ও সবজিতেও আছে ফ্রুক্টোজ। কিন্তু এত অল্প পরিমাণে থাকে, যা ক্ষতিকর নয়।

রবিবার ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোমের অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার ও বাদল চৌধুরী। ছবি- নিজস্ব।

হাবড়ায় জনসভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূল নেতা ব্রাত্য বসু

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি স): রাজ্য রাজনীতি সরগরম একুশের নির্বাচন নিয়ে। নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে পথে নেমেছে রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু এরই মাঝে বিজেপি-তৃণমুল তরজা তুঙ্গে। রবিবার হাবড়ায় জনসভায় বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিনের জনসভা থেকে বিজেপির প্রতি আক্রমণের সুর চড়িয়ে ব্রাত্য বসু বলেন, "আপনাদের ঠিক করতে হবে মাথার ওপর কে থাকবে? শাহ, বিজয়বর্গীয়, না বন্দ্যোপাধ্যায়?"
বিজেপির বিরুদ্ধে কটাক্ষের সুর চড়িয়ে ব্রাত্য বসু আরও বলেন, " বিজেপি পরিযায়ী। বাইরে থেকে আসা বিভেদ সৃষ্টিকারি বা পরিযায়ী দল বিজেপির সাথে নয়। সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্খায় ভরসা তৃণমূলের সাথেই থাকতে চায় মানুষ। আপনাদের ঠিক করতে হবে মাথার ওপর কে থাকবে? শাহ, বিজয়বর্গীয়, না বন্দ্যোপাধ্যায়?"

নিজের আসন বাঁচান মুখ্যমন্ত্রী, হুঁশিয়ারি দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি স): রাজ্যজুড়ে লেগে গিয়েছে নির্বাচনের হাওয়া। কিন্তু এরই মাঝে পদ্ম শিবির বনাম ঘাসফুল শিবির তরজা তুঙ্গে। রবিবার হেস্টিংস থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে কৃষি আইনের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সাংবাদিক সম্মেলন থেকে তিনি হুঁশিয়ারি দেন " নিজের আসন বাঁচান মুখ্যমন্ত্রী" ।
রাজ্য সরকারের কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, " বাড়ি বাড়ি গিয়ে কৃষকদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। ১০-২৪ জানুয়ারি চলবে এই অভিযান। ৪০০০০ গ্রামসভায় অংশ নেবেন বিজেপি কর্মীরা। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরকে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, সে বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আগে নিজের আসন বাঁচান মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূলে অন্তর্ঘাত শুরু হয়ে গেছে। বর্ধমানে তৃণমূলের মিছিলে লোকই হয়নি। আমার চা-চক্রে এর থেকে বেশি লোক হয়। পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে তৃণমূলের, গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে পারছে না বলে ব্যক্তিগত লড়াই করছে"।

ভারত বিশ্বকে শিখিয়েছে কীভাবে দুর্যোগকে সুযোগে পরিণত করা যায় : গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত রবিবার রাজধানী কলকাতায় বিবেকানন্দ সেবা সম্মান কর্মসূচিতে নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, ভারত পুরো বিশ্বকে শিখিয়েছে করোনা সংকটের সময়ে কীভাবে দুর্যোগকে সুযোগে পরিণত করা যায়।
এদিন শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন যে, আজ যখন গোটা বিশ্ব করোনার মহামারির মুখোমুখি হচ্ছে, তখন এই বিশ্বের একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন যে, আমরা এই বিপর্যয়কে একটি সুযোগে পরিণত করব। এটি প্রকৃত অর্থে ভারত এবং ভারতীয়তার প্রতি বিশ্বাস ও আত্ম-শ্রদ্ধার অনুভূতি। তিনি বলেছিলেন, দেশ আজ যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, আমরা প্রতি মুহূর্তে ভারতীয় হতে পেরে গর্ববোধ করি, স্বামী বিবেকানন্দের মত অনুপ্রেরণামূলক পুরুষরা এই মাইলফলক অর্জনের পথ দেখিয়েছেন। ভারতীয়দের ইতিহাস থেকে শেখা ও বোঝার প্রয়োজন। ইতিহাস পড়লে আমরা দেখতে পাব যে স্বামী বিবেকানন্দের মত লোকের ঋণ শোধ করা খুব কঠিন।
জলশক্তিমন্ত্রী আরও বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ যে ভারত নিয়ে কথা বলেছেন, সেই ভারতকে গড়তে সমাজের প্রতিটি অংশকেই সঙ্কল্প করতে হবে। এই সঙ্কল্পে সমাজের যুবকদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে হবে।

মহারাষ্ট্রে দিনে-দুপুরে গয়নার দোকানে গুলি, আহত তিন

থানে, ১০ জানুয়ারি (হি. স.): মহারাষ্ট্রের থানের আম্বেরনাথে গয়নার দোকানে দিনেদুপুরে গুলি চালানোর ঘটনায় তিনজন গুরুতর জখম। ঘটনাস্থলে পুলিশের বিশাল বাহিনী।
স্থানীয় থানার তরফ থেকে জানানো হয়েছে রবিবার দুপুর ১টা ৪০ মিনিট নাগাদ দুটি বাইকে করে চার জন দুষ্কৃতী গয়নার দোকানে ছিনতাই করার চেষ্টা করে। গয়নার দোকানে ঢুকতে চেয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। এলোপাথাড়ি গুলিতে ঘটনাস্থলে গুরুতর জখম হন তিনজন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীর দল। দুষ্কৃতী হামলার খবর পেয়ে পৌঁছয় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই সিল করে দেওয়া হয়েছে গোটা এলাকা। দুষ্কৃতীদের সন্ধানে একাধিক জায়গায় চালানো হচ্ছে তল্লাশি। এর পেছনে কোনও বড় চক্র কাজ করছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিস্থিতি থমথমে। প্রশ্নের মুখে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা।

বারাসতের সভা থেকে বিজেপিকে কটাক্ষ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর

বারাসত, ১০ জানুয়ারি (হি স): লক্ষ্য একুশের নির্বাচন। এরই মাঝে রবিবারের বঙ্গ রাজনীতি সরগরম। রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক কর্মসূচির ঘনঘটা। পুরুলিয়ায় শুভেন্দু, বর্ধমানে তৃণমূল আর বারাসতে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। এরই মাঝে রবিবার বারাসত থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। "যারা রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান ভুল বলেন, তাঁরা বলছেন বাংলায় ক্ষমতায় আসবে কীভাবে হবে" বিজেপিকে একহাত চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর।

আগামীকাল বিজেপির মিছিলের আগে হেস্টিংসে বৈঠকে শোভন-বৈশাখী

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি স): রাজ্য রাজনীতি সরগরম একুশের নির্বাচন নিয়ে। কিছুদিন আগেই একুশের নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়র নেতৃত্বে হয় রোড শো। সেই রোড শোর মূল আকর্ষণ শোভন-বৈশাখী থাকলেও বিজেপির সেই কর্মসূচিতে উপস্থিত হননি শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ও তার বান্ধবী বৈশাখী। এরই মাঝে আগামীকাল সোমবার ফের বিজেপির মিছিল। আগামীকালের মিছিলে শোভন-বৈশাখীর উপস্থিত থাকার কথা। সোমবার মিছিলের আগেই রবিবার হেস্টিংসে বিজেপির বৈঠকে যোগ দিলেন শোভন বৈশাখী।
গত সোমবারই শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতায় বিশাল বাইক মিছিলের আয়োজন করেছিল বিজেপি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিনভর দফায় দফায় ফোন ডাকাডাকির পর গেরুয়া শিবিরের বিড়ম্বনা বাড়িয়ে শেষ অবধি মিছিলে হাজিরই হননি শোভন ও তাঁর বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। গত সোমবারের বিড়ম্বনা পর্বের পর আসছে সোমবার ফের শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে মিছিলের ডাক দিল বিজেপি। শেষ পর্যন্ত বিজেপির হয়েই মাঠে নামছেন শোভন-বৈশাখী। সোমবার দক্ষিণ কলকাতাতেই আরও একটি মিছিলের প্রস্তুতি নিয়েছে বিজেপি। সোমবার গোলপার্ক থেকে সেলিমপুর পর্যন্ত বিজেপির মিছিল হওয়ার কথা। আগামীকালের মিছিলের আগে রবিবার সন্ধ্যায় হেস্টিংসের বিজেপির কার্যালয়ে হাজির শোভন ও বৈশাখী। শোভন ও তার বান্ধবী তাদের পোশাকে মিল রেখেই এদিন হাজির হন হেস্টিংস। যদিও কেনও তারা এসেছেন সেই বিষয়ে মুখে কুলুপ আটলেও সূত্রে খবর আগামীকালের মিছিল এবং পরবর্তী রণকৌশল নিয়ে বৈঠক করতেই এসেছেন শোভন-বৈশাখী। হেস্টিংস-এ এখনও চলছে শোভন-বৈশাখী বৈঠক। জানা যাচ্ছে বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়।

কার্যনির্বাহী সভাপতি সহ কংগ্রেসের ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটি থেকে পদত্যাগ ১৩ সদস্যের

ঝাড়গ্রাম, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): কংগ্রেসের ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন তেরো জন সদস্য। জেলা কংগ্রেসের সভাপতির বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে দলের পদ-কে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি, প্রাক্তন জেলা কংগ্রেসের দুই সভাপতি সহ মোট তেরো জন জেলা কমিটি থেকে পদ ত্যাগ করলেন।এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে এই তেরো জন জেলা কমিটি থেকে পদত্যাগ করার কথা জানান।
সাংবাদিক সম্মেলন করে নতুন জেলা কমিটিতে স্থান পাওয়া গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের কংগ্রেস সভাপতি তৃণমূলের দলীয় কর্মসুচিতে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সেই প্রমান তুলে দেওয়া হয়।এছাড়া জেলার ভোটার না হওয়া সত্ত্বেও জেলা কমিটিতে স্থান পেয়েছেন এমন এক জনের প্রমানও তুলে দেওয়া হয়।
ভোট ঘোষণা না হলেও রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশপাশি ঝাড়গ্রাম তথা জঙ্গলমহলেও ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে।রাজ্যের শাসক এবং বিরোধী দুই সহ অন্যান্য দল গুলিতেও চলেছে দল বদল।এই পরিস্থিতিতে ঝাড়গ্রাম জেলা কংগ্রেসের তেরো জন পদাধিকারী জেলা কমিটি থেকে পদত্যাগ করার ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।যদিও তারা জানিয়েছেন তারা অন্য কোন রাজনৈতিক দলে যাবার কথা ভাবছেন না।
এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা কংগ্রেসের কার্যনিবার্হী সভাপতি প্রসেনজিৎ দে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান"আমরা তেরো জন জেলা কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছি।কারন তিন জানুয়ারি নতুন যে কমিটি অনুমোদন হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল, বিজেপি এবং অন্য জেলার ভোটার স্থান পয়েছে।প্রকৃত কংগ্রেস কর্মীরা স্থান পান নি।জেলা সভাপতি তাপস মাহাতোর অনুমোদনে এই কমিটি হয়েছে।আমাদের অভিযোগ জেলা সভাপতি টাকার বিনিময়ে দলের পদ বিক্রি করেছেন।আমরা প্রদেশ কংগ্রেস কে জানিয়েছি।কিন্তু কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি।আর তার জন্যই তেরো জন দলের পদাধিকারী জেলা কমিটি থেকে পদত্যাগ করলাম।তবে আমারা অন্য দলে যাবার কথা ভাবছি না।অধীর চৌধুরির নেতৃত্বে কংগ্রেস দল করতে চাই।"
এই তরো জনের মধ্যে রয়েছেন জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রসেনজিৎ দে সহ পাঁচ জন সম্পাদক, তিন জন স্থায়ী কমিটির সদস্য, এক জন সহ সভাপতি, দুই জন কার্যনির্বাহী সদস্য ও এক জন সধারণ সম্পাদক।এদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেসের দুই বর্ষিয়ান নেতা প্রাক্তন জেলা কংগ্রেসের সভপাতি সুব্রত ভট্টাচার্য ও নিখিল মাইতি।

চারু মার্কেট থানা এলাকায় উদ্ধার শিশু শ্রমিক

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি স): একদিকে শহরজুড়ে ক্রমাগত আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনার পাশাপাশি আতঙ্ক ছড়াচ্ছে করোনার নতুন স্ট্রেন। এরই মাঝে চারু মার্কেট থানা এলাকায় উদ্ধার শিশু শ্রমিক। রবিবার শিশু শ্রমিকদের উদ্ধার করে গ্যারেজ মালিককে গ্রেফতার করেছে চারু মার্কেট থানার পুলিশ।
বিভিন্ন সময় শিশুশ্রমিকদের দিয়ে যাতে কোনও ভাবেই কাজ করানো না হয় সেজন্য অভিযান চালায় পুলিশ। কিন্তু এরই মাঝে খাস কলকাতায় খোঁজ মিলল শিশু শ্রমিকের। কিছুদিন আগেই এ বিষয়ে চারু মার্কেট মার্কেট থানা এলাকায় কয়েকজন অভিযোগ জানিয়েছিল প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড এলাকায় একটি গেছে শিশু শ্রমিকদের দিয়ে অনৈতিক কাজ করানো হচ্ছে। এরপরে রবিবার প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের একটি গ্যারেজে অভিযান চালায় পুলিশ। এরপরেই ওই গ্যারেজ থেকে উদ্ধার হয় দুই শিশু শ্রমিক। যাদের বয়স ১৬ থেকে ১৭। শিশু শ্রমিকদের উদ্ধার করে গ্যারেজ মালিককে গ্রেফতার করেছে চারু মার্কেট থানার পুলিশ। এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জয় দিয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির দৌড় শুরু করল বাংলা, হারাল উড়িশাকে

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির হাত ধরে রবিবার থেকে শুরু হল ঘরোয়া ক্রিকেটের আসর। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে প্রথম ম্যাচে ওড়িশাকে কার্যত খড়কুটোর মত উড়িয়ে দিল বাংলা। প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ইশান পোড়েলের দুরন্ত বোলিং-এ মাত্র ১১৩ রানে অল-আউট হয়ে যায় ওড়িশা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিবেক সিংয়ের ঝোড়ো ইনিংসে ভর করে ১২.২ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যমাত্রায় পৌছে যায় বাংলা ।
করোনা আবহে প্রায় ১০ মাস বন্ধ থাকার পরে অবশেষে শুরু হল ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির হাত ধরে রবিবার থেকে শুরু হল ঘরোয়া ক্রিকেটের আসর। এদিন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে প্রথম ম্যাচে বাংলা ওড়িশার মুখোমুখি হয়। এদিন প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১১৩ রানে অল-আউট হয়ে যায় ওড়িশা দল। তাদের হয়ে রাজেশ ধুপার ৩৭ (৩৭) এবং অঙ্কিত যাদব ৩২ (৩৯) ছাড়া আর কেউ বলার মত রান পাননি। বাংলার হয়ে চন্দননগরের ছেলে ইশান পোড়েল২৬ রান দিয়ে একাই তুলে নেন ৪টি উইকেট। এছাড়া মুকেশ কুমার এবং আকাশদীপ দুজনেই দুটি করে উইকেট পান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিবেক সিংয়ের ঝোড়ো ইনিংসে ভর করে ১২.২ ওভারেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌছে যায় বাংলা দল। শ্রীবৎস গোস্বামী ১৬ বলে ২৫ রান করে আউট হওয়ার পরে বিবেক সিংয়ের ৩৫ বলে ৫৪ রানের অপরাজিত ইনিংস এবং অভিষেককারী শুভঙ্কর বলের ২৫ বলে অপরাজিত ৩৪ রানের ইনিংসে সহজ জয় তুলে নেয় বাংলা। ওড়িশার হয়ে একমাত্র উইকেটটি নেন গোবিন্দ পোদ্দার। এই জয়ের ফলে বাংলা ঘরে তুলল ৪টি পয়েন্ট।

শ্রমিক মেলার প্রতিবাদে সিটুর বিক্ষোভ

উত্তর ২৪ পরগনা,১০ জানুয়ারি (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। এরই মাঝে উত্তপ্ত সোদপুর। রবিবার শ্রমিক মেলার প্রতিবাদ জানিয়ে পথে নামে সিটু।
সামনেই একুশের নির্বাচন। নির্বাচনের আগেই রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। রবিবার রাজনৈতিক দলগুলির মিছিল-মিটিং সভায় সরগরম রাজ্য রাজনীতি। এরই মাঝে হঠাৎই রবিবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সোদপুরের ঘোলার মোড়। শ্রমিক মেলার প্রতিবাদে ঘোলায় প্রতিবাদ জানায় সিটু। এরপরেই সোদপুর-মধ্যমগ্রাম রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা। এরপরেই পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপর হয় পুলিশ। সিটুর অবরোধ তুলতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের তর্কাতর্কিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিস্তার ঘটাতে প্রশংসনীয় কাজ করছে বিদ্যাভারতী : উল্লাস কুলকর্নি

গুয়াহাটি, ১০ জানুয়ারি (হি.স.) : কোনও ধরনের সরকারি সহায়তা ছাড়াই ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিস্তার ঘটাতে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাভারতী প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে বিদ্যাভারতীর আচার্য-আচার্যা, কর্মচারী এবং কার্যকর্তারা স্বতঃপ্রেরণায় ধৈর্য, সংযম ও সাহসিকতার দৃষ্টান্ত রেখে সমাজের জন্য যে সেবা প্রদান করেছেন, তার জন্য তাঁরা ধন্যবাদের পাত্র। আজ রবিবার পূর্বোত্তর জনজাতি শিক্ষা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে এ কথাগুলি বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অসম ক্ষেত্র প্রচারক উল্লাস কুলকর্নি। তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে উন্নতমানের গুণগত শিক্ষা প্রদানের জন্য আরও বিদ্যালয় স্থাপন করার আহ্বান জানান।
বিদ্যাভারতীর অখিল ভারতীয় মন্ত্রী ব্রহ্মাজি রাওয়ের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য পেশ করেছেন সাংসদ তথা বিদ্যাভারতীর প্রাক্তন কার্যকর্তা দিলীপ শইকিয়া। তিনি বলেন, মৌলিকতা বিসর্জন না দিয়ে এক যুগানুকূল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন, নয়া শিক্ষা নীতির মাধ্যমে ভারত সরকার ক্রিয়ান্বয়ণ করবে। দিলীপ বলেন, আমাদের সকলের স্বপ্ন ছিল, শিক্ষাকে ভারতীয়করণ করা। সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। বিজ্ঞানসম্মত মূল্যবোধের আধারে শিক্ষার মাধ্যমে বিদ্যাভারতীর নিকেতনগুলো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে সমাজে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফলেতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য বিদ্যাভারতীর কার্যাবলির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সাংসদ শইকিয়া। এদিকে বিদ্যাভারতীর অখিল ভারতীয় মন্ত্রী ব্রহ্মাজি রাও স্বাগত ভাষণ দিতে গিয়ে সাম্প্রতিক শিক্ষানীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশপ্রেমের আদর্শ বলে দেশের সেবা করার মনোভাব নবপ্রজন্মের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে আহ্বান জানান। বিদ্যাশিক্ষাকে দেশসেবা, জগতসেবার সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারলেই দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন সম্ভব, বলেন ব্রহ্মাজি। তিনি বলেন, পূর্বোত্তর জনজাতি শিক্ষা সমিতি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতি অধ্যুষিত দুর্গম অঞ্চলগুলিতে জ্ঞানের আলো বিচ্ছুরিত করছে। এখন পর্যন্ত মোট ৯৭ বিদ্যালয় এবং ৫৪০টি একল বিদ্যালয় সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতে চলছে, স্বাগত ভাষণে জানান ব্রহ্মাজি রাও। তিনি আরও বলেন, কার্যকর্তারা যদি উৎর্গিত এবং সেবা মনোভাবে কাজ করার পাশাপাশি বছরখানেক জনজাতি অঞ্চলে সেবা প্রদান করেন তা-হলে শীঘ্রই আরও বেশি অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারবে বিদ্যাভারতী, আশা ব্যক্ত করেছেন বক্তা ব্রহ্মাজি।
সভায় বক্তব্য পেশ করেছেন পূর্বোত্তর জনজাতি শিক্ষা সমিতির সভাপতি সদা দত্ত। তিনিও আশা ব্যক্ত করে বলেন, জনসাধারণের দান-অনুদানে পরিচালিত জনজাতি শিক্ষা সমিতি সবসময় জনজাতি শিক্ষার বিকাশে সংকল্পিত মনোভাবে কাজ করে যাবে। গুয়াহাটিতে রাজ্য চিড়িয়াখানা সংলগ্ন বিষ্ণুপথে শংকরদেব বিদ্যা নিকেতনের প্রেক্ষাগৃহে প্রদীপ প্রজ্বলন করে আজকের সাধারণ সভা সূচনা করেন পূর্বোত্তর জনজাতি শিক্ষা সমিতির সভাপতি সদা দত্ত। কার্যসূচির শুরুতে শংকরদেব বিদ্যা নিকেতনের আচার্য-আচার্যা এবং বিদ্যার্থীরা বন্দনা পরিবেশন করে আধ্যাত্মিক বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে বিগত বছর দেশ তথা সমাজের কল্যাণে জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তিবর্গকে স্মরণ করে এক মিনিট মৌন প্রার্থনা জানানো হয়। এর পর মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় প্রদান করেন ড় পবন তিওয়ারি। এছাড়া পূর্বোত্তর জনজাতি শিক্ষা সমিতির সম্পাদক চাঞ্চিরিম পায়েং ২০১৯-২০ বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। আজকের সাধারণ সভায় বার্ষিক প্রতিবেদনটি সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়েছে।
সাধারণ সভায় পূর্বোত্তর ভারতী পূর্বোত্তর ক্ষেত্রের সভাপতি ড় জয়কান্ত শর্মা, পূর্বোত্তর জনজাতি শিক্ষা সমিতির উপদেষ্টা লংকি ফাংচো, শিশুশিক্ষা সমিতি অসমের সাধারণ সম্পাদক কুলেন্দ্র কুমার ভাগবতী, অসম, মেঘালয় শিক্ষা সমিতির অধ্যক্ষ রোনোমো সুংহো, বিদ্যা ভারতী পূর্বোত্তর ক্ষেত্রের উপসভাপতি অনিমা শর্মা, বিদ্যা ভারতীর প্রাক্তন ছাত্র তথা আয়কর বিভাগের সহকারী আয়ুক্ত বরুণ যাদব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রতিটি মানুষের কাছে টিকা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার নিরলস কাজ করছে : সুব্রত মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি স): ক্রমাগত আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনার নতুন স্ট্রেন। এরই মাঝে রাজ্য জুড়ে বেজে গিয়েছে নির্বাচনের জোর দামামা। রাজনৈতিক দলগুলিএ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ। এইসবের মাঝেই রবিবার চিঠি দিয়ে রাজ্যের সকল মানুষকে বিনামূল্যে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। "চাল থেকে শুরু করে বাড়ি চুরি করেছেন, এখন টিকা চুরি করছেন" মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি নিয়ে কটাক্ষের সুর চড়ালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। আর এরপরেই "রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কাছে টিকা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার নিরলস কাজ করছে" বিজেপির কটাক্ষকে পাল্টা জবাব পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের।
বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায় আরও বলেন, "রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কাছে টিকা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার নিরলস কাজ করছে। তারা কৃতিত্ব নিতে চাইলে সমস্যা কোথায়"।
প্রসঙ্গত,এদিন বিভিন্ন জেলার পুলিশ কর্তা ও স্বাস্থ্য কর্তাদের চিঠি দিয়ে বিনামূল্যে রাজ্যবাসীকে করোনার টিকা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী জানান, "আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের সরকার রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে আপনি যেভাবে সবসময় কোভিড ১৯ বিপর্যয় মোকাবিলায় মানুষের পাশে থেকেছেন, তাদের সাহায্য করেছেন, তাকে সম্মান জানিয়ে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের সরকারের তরফ থেকে আপনার কাছে এই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়া হবে। বাংলার সমস্ত পুলিশ, হোমগার্ড, অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক, সংশোধনাগার ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীদের কাছেও আমরা এই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেব"।
আর তারপরেই এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগেই ঘোষণা করেছেন, দেশের ১৩৫ কোটি মানুষকেই বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। তাহলে বাঁচলটা কে? মুখ্যমন্ত্রী এটাও চুরি করছেন। এর আগে, চাল থেকে শুরু করে বাড়ি চুরি করেছেন। এখন টিকা চুরি করছেন। মুখ্যমন্ত্রী কি টিকা আবিষ্কার করেছেন"!

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৭৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

তমলুক, ১০ জানুয়ারি (হি.স): রবিবার পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৭৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন পালিত হল। এদিন পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক নিমতলা জেলা অফিসের সামনে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অরূপ কুমার ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন কোষাধক্ষ্য গঙ্গানারায়ণ জানা, রামকৃষ্ণ শীট, সুপ্রিয় দাস প্রমূখ সমিতির জেলার সাধারণ সম্পাদক অরূপ কুমার ভৌমিক বলেন এটি একটি অরাজনৈতিক শিক্ষক সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আজকের দিনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণীয় দিন।
১৯৪৮ সালের ১০ই জানুয়ারি হুগলির শ্রীরামপুরে গঠিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। সমিতির প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বিনোদ বিহারী সাঁতরা। এদিন সমিতির পক্ষ থেকে আজকে নন্দকুমার ব্লক এ রূপনারায়ন নদীর তীরে বেতাল বসান শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন অনাথ আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের হাতে ফল ও শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্যের সকল মানুষকেই বিনামূল্যে দেওয়া হবে ভ্যাকসিন, জনানলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি স): একদিকে সামনেই একুশের নির্বাচন। এরই মাঝে অন্যদিকে আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনার নতুন স্ট্রেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে করোনাভাইরাসের টিকা প্রদান শুরু হবে দেশজুড়ে। তারই আগে রবিবার চিঠি দিয়ে রাজ্যের সকল মানুষকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন সাফ জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন বিভিন্ন জেলার পুলিশ কর্তা ও স্বাস্থ্য কর্তাদের চিঠি দিয়ে বিনামূল্যে রাজ্যবাসীকে করোনার টিকা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, "আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের সরকার রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে আপনি যেভাবে সবসময় কোভিড ১৯ বিপর্যয় মোকাবিলায় মানুষের পাশে থেকেছেন, তাদের সাহায্য করেছেন, তাকে সম্মান জানিয়ে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের সরকারের তরফ থেকে আপনার কাছে এই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়া হবে। বাংলার সমস্ত পুলিশ, হোমগার্ড, অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক, সংশোধনাগার ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীদের কাছেও আমরা এই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেব"।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, সহ একাধিক এলাকার পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্তাদের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর এই চিঠি গিয়ে পৌঁছেছে। ফ্রন্টলাইন করোনা যোদ্ধাদের সহ সাধারণ মানুষকেও বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত,আগামী ১৬ জানুয়ারি দেশজুড়ে শুরু হবে করোনার টিকাকরণ। অন্যদিকে সোমবার এই বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকও রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীদের।

চাল-বাড়ির পর এখন টিকা চুরি করছেন, মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি স): বর্তমানে পাখির চোখে একুশের নির্বাচনে। কিন্তু নির্বাচনের আগেই পদ্ম শিবির বনাম ঘাসফুল শিবির তরজা বেড়েই চলেছে। এরই মাঝে রবিবার চিঠি দিয়ে রাজ্যের সকল মানুষকে বিনামূল্যে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, "চাল থেকে শুরু করে বাড়ি চুরি করেছেন, এখন টিকা চুরি করছেন" ।

এদিন বিভিন্ন জেলার পুলিশ কর্তা ও স্বাস্থ্য কর্তাদের চিঠি দিয়ে বিনামূল্যে রাজ্যবাসীকে করোনার টিকা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী জানান, "আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের সরকার রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে আপনি যেভাবে সবসময় কোভিড ১৯ বিপর্যয় মোকাবিলায় মানুষের পাশে থেকেছেন, তাদের সাহায্য করেছেন, তাকে সম্মান জানিয়ে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের সরকারের তরফ থেকে আপনার কাছে এই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়া হবে। বাংলার সমস্ত পুলিশ, হোমগার্ড, অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক, সংশোধনাগার ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীদের কাছেও আমরা এই ভ্যাকসিন পৌঁছে দেব"।

আর তারপরেই এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগেই ঘোষণা করেছেন, দেশের ১৩৫ কোটি মানুষকেই বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। তাহলে বাঁচলটা কে? মুখ্যমন্ত্রী এটাও চুরি করছেন। এর আগে, চাল থেকে শুরু করে বাড়ি চুরি করেছেন। এখন টিকা চুরি করছেন। মুখ্যমন্ত্রী কি টিকা আবিষ্কার করেছেন"!

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বালাকোট বিমান হানা প্রসঙ্গে বিরোধীদের নিন্দায় সরব বিজেপি সাংসদ

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি. স.): সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে বালাকোটে বিমান হানা চালিয়ে ৩০০ জঙ্গিকে নিকেশ করেছিল ভারতীয় বায়ুসেনা। সম্প্রতি একথা মেনে নিয়েছেন খোদ পাকিস্তানি কূটনীতিক আগা হিলালী। এবার এই নিয়ে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলোর নিন্দায় সরব হলেন বিজেপি সাংসদ হরনাথ সিং যাদব। কারণ কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি এয়ার স্ট্রাইকে জঙ্গি নিকেশের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল।

রবিবার বিজেপি সংসদ হরনাথ সিং যাদব জানিয়েছেন, ২০১৯ সালে এয়ার স্ট্রাইকে জঙ্গি নিকেশের কথা স্বীকার করে নিয়েছে পাকিস্তান। তবে কেন এ বিষয়ে এখনও কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি প্রশ্ন করছে। ভারত যখন বালাকোটের অন্দরে এয়ারস্ট্রাইক করেছিল তখন পাকিস্তান ভয়ে কাঁপছিল। ভারতের সাহসিকতাকে গোটা বিশ্ব কুর্নিশ জানিয়েছে। কিন্তু সেই সময় কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি দেশের সামরিক বাহিনীর ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। কংগ্রেস বলেছিল গাছে বোমা মেরে ফিরে এসেছে বায়ুসেনার যুদ্ধবিমানগুলি। এমন পরিস্থিতিতে এখন কংগ্রেসকে এর জবাব দিতে হবে।

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথম রবিবারে জমজমাট নন্দন চত্বর

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি স): বহু প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে শুরু হয়েছে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব। চলতি বছর করোনা আবহে পালিত হচ্ছে ২৬ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। আজ রবিবার চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথম রবিবার। অন্যান্য বছরের মত না হলেও চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম রবিবারের জমজমাট নন্দন চত্বর।

প্রতি বছরই চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে উৎসাহের অন্ত থাকে না সিনে প্রেমীদের। দুর্গাপুজোর মতোই চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে উন্মাদনা থাকে শহরবাসীর। যদিও ২৬ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২০ তে হওয়ার কথা থাকলেও করোনা আবহে ২৬ তম চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে ৮ জানুয়ারি চলবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। আর রবিবার মানেই ছুটির দিন। প্রতিবছরই চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিদিনই উপচে পড়া ভিড় থাকে নন্দন চত্বরে। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে সেই চিত্রে পড়েছে ভাঁটা। তবে অন্যান্য দিনের তুলনায় রবিবার নন্দন চত্বরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ভিড়। ইতিমধ্যেই সিনেমা হলগুলোতে ১০০ শতাংশ দর্শক নিয়ে সিনেমা দেখানোর আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে করোনা আবহে বারবার জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে হলের সমস্ত আসন।

চলতি বছর চলচ্চিত্র উৎসবে ৪৫টি দেশের ৮১টি সিনেমা বেছে নেওয়া হয়েছে। নন্দন, রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন-সহ মোট ৬টি জায়গায় সিনেমা দেখানো হচ্ছে এবার। অনলাইনে কাটতে হচ্ছে আসন বুকিং। যদি কারুর অনলাইনে আসন বুক করতে অসুবিধে হয় সেক্ষেত্রে হেলপ ডেস্ক রাখা হয়েছে। তবে করোনা আবহে মাস্ক ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

গরিবদের আগে প্রতিষেধক দেওয়া উচিত, দাবি বিএসপির

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি. স.): গরিবদের আগে করোনা প্রতিষেধক দেওয়া উচিত। রবিবার এই দাবি করেছেন বহুজন সমাজ পার্টির জাতীয় মুখপাত্র সুধীন্দ্র ভাদোরিয়া।

রবিবার দিল্লিতে সুধীন্দ্র ভাদোরিয়া জানিয়েছেন, দলনেত্রী মায়াবতী ইতিমধ্যেই দাবি করেছেন প্রথম দফায় বিনামূল্যে প্রতিষেধক দিতে হবে গরিবদের। কারণ করোনা পরিস্থিতি এসে আর্থিকভাবে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে এই সকল মানুষগুলোকে। তাদের যাবতীয় সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। তাই প্রথম দফায় এদেরকেই সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিষেধক তাড়াতাড়ি পেয়ে গেলে এরা নিশ্চিন্তে নিজের কর্মক্ষেত্রের যোগদান করতে পারবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বদেশে নির্মিত করোনা প্রতিষেধক জনগণের মধ্যে বিতরণ করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দলগুলি। এই প্রতিষেধকের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। প্রসঙ্গত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করে দিয়েছেন যে আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে দেশজুড়ে প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ শুরু হবে।

ভারতে ১৮.১০ কোটির বেশি করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী কমে ২.১৪ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাস টেস্টিংয়ের মাইলফলকে পৌঁছে গেল ভারত। ভারতে রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১৮.১০ কোটির বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে।

আজ সকাল পর্যন্ত ভারতে মোট ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৩৩৫ জন করোনা-রোগী (২.১৪ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৯ জানুয়ারি (শনিবার সারা দিনে) ভারতে ৮.৪৩ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে সুস্থতার হার প্রতিদিনই দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। শনিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৯,২৯৯ জন, দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৬.৪২ শতাংশ। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫০,৯৯৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২০১ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০০,৭৫,৯৫০ জন।

তেলিয়ামুড়ায় সাংবাদিক নিগৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। তেলিয়ামুড়ায় কর্মরত সাংবাদিক গয়া চন্দ্র সূত্রধরের উপর হামলা চালিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা মতি চৌধুরী এবং রাজু পাল নামে দুই ব্যক্তি। এই ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন সাংবাদিক গয়া চন্দ্র সূত্রধর। অভিযোগ মূলে জানা গিয়েছে মতি চৌধুরী গয়া চন্দ্র সূত্রধরের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। টাকা ফেরত চাইতেই রবিবার সন্ধ্যায় তাঁকে মারধর করা হয়। মতির সাথে সঙ্গ দেয় রাজু পাল।

উদ্বোধন

আটের পাতার পর

শুধুমাত্র জিম সেন্টার স্থাপন করলে চলবেনা এর সঠিক ব্যবহার করতে হবে। জিম সেন্টার যাতে সকলের উপকারে আসে সেদিকে নজর রাখার জন্য উদ্যোক্তাদের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

পর্যটন উৎসব

আটের পাতার পর

মেলায় জাতি উপজাতির সমাগমে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধহয় সকলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দরা মেলায় আগত লোকজনদের সুষ্ঠভাবে মেলা সম্পন্নকরারজন্য ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে বক্তাদের বক্তব্যশেষে অনুষ্ঠানমঞ্চে মেলায় সরকারি স্টলগুলিরমধ্যে প্রথম, দ্বীতিয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরন করাহয়। এরমধ্যে প্রথমস্থান অর্জন করে প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তর, দ্বীতিয় স্থান অধিকার করে বগাফা কৃষি দপ্তর ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে বগাফা ব্লকের ত্রিপুরা গ্রামীন জীবিকা মিশন। পুরস্কার বিতরন শেষে মঞ্চে বিভিন্ন প্রকারের সাংস্কৃতিক নিত্য পরিবেশন করাহয়। মেলার আজকে সমাপ্তিদিনের অনুষ্ঠানে লোকজনের উপস্থিতির হার ছিলো লক্ষনীয়।

স্বস্তি ! করোনার নতুন স্ট্রেনে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কেউ আক্রান্ত হয়নি

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি. স.): ইংল্যান্ড থেকে আসা ভারতে করোনার স্ট্রেনে বিগত ২৪ ঘন্টায় কেউ আক্রান্ত হননি। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়ে রয়েছে ৯০। রবিবার এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক।

উল্লেখ করা যেতে পারে এতে করে স্বস্তি পেয়েছেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা। করোনা র এই নতুন স্ট্রেন এখনো পর্যন্ত ভারতে গোষ্ঠী সংক্রমণ এর চেহারা নেয়নি। সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়ে রয়েছে ৯০। অন্যদিকে গত বছর ২২ ডিসেম্বর থেকে ইংল্যান্ডের সঙ্গে যাত্রীবাহী বিমান সংযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল ভারত। চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি সেই বিমান পরিষেবা পুনরায় শুরু হয়েছে। যদিও বিমানবন্দরে আর টি - পি সি আর এর মাধ্যমে করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ব্রিটেন থেকে আসা সকল যাত্রীদের এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

দক্ষিণ কোরিয়া নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৬৬৫

সিওল, ১০ জানুয়ারি (হি. স.): দক্ষিণ কোরিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৬৬৫। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮ হাজার ৬৬৪।

এই নিয়ে টানা তিনদিন ধরে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৭০০ নিচে রয়েছে। কিন্তু নভেম্বরের ৮ তারিখের পর টানা ৬৩ দিন ধরে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা একশোর বেশি। বিদেশ থেকে আগতদের কারণে সিওল এবং পার্শবর্তী জিওয়াংপিতে বেড়ে চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। গত সপ্তাহে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৭৭৪।

বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত এর মধ্যে ১৭৯ জন সিওলের বাসিন্দা। ১৮৯ জন জিওয়াংপির বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ৩৪ জন বিদেশ থেকে আগত। ওই সময়ের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২৫। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ১২৫।

দক্ষিণ কোরিয়ায় বর্তমানে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার ১.৬৪ শতাংশ। ওই সময়ের মধ্যে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ১ হাজার ৮৫। সুস্থ হয়ে উঠেছে সব মিলিয়ে ৫০ হাজার ৪০৯। দক্ষিণ কোরিয়া জুড়ে সুস্থতার হার ৭৩.৪১ শতাংশ। এখনো পর্যন্ত গোটা দেশজুড়ে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৪.৭২ মিলিয়ন।

আন্তর্জাতিক হিন্দি দিবস উপলক্ষ্যে অভিনন্দন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি. স.): আন্তর্জাতিক হিন্দি দিবস উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

রবিবার নিজের টুইট বার্তায় রাজনাথ সিং লিখেছেন, বিশ্ব হিন্দি দিবস উপলক্ষ্যে সকল হিন্দি সেবীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। গোটা বিশ্বে কয়েক কোটি মানুষের ভাষা হয়ে উঠেছে হিন্দি। বিশ্বজুড়ে হিন্দি ভাষার প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যস্ত বন্ধুদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতের উত্তরে সিংহভাগ মানুষ হিন্দিতে কথা বলেন। এমনকি সম্প্রতি অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে হিন্দির রমরমা চোখে পড়ার মতো। অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাভাষীর সঙ্গেই হিন্দি জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান গোটা দেশজুড়ে। প্রবাসীদের সহায়তায় বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে হিন্দির জনপ্রিয়তা।

আনন্দপুর গুলিকাণ্ডে থমথমে এলাকা

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি স): খাস কলকাতায় চলল গুলি। ফিল্মি কায়দায় বহুতলের উপর থেকে প্রায় আট রাউন্ড। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল রক্তাক্ত দেহ। শুক্রবার রাতে আনন্দপুর থানা এলাকার গুলিকান্ড নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা শহরকে। শনিবার চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গুলিকাণ্ডের দু দিন কেটে গেলেও রবিবার থমথমে আনন্দপুর এলাকা।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার আনন্দপুর থানার অন্তর্গত গুলসান কলোনিতে একটি বহুতল থেকে প্রায় আট রাউন্ড গুলি চলে।রক্তাক্ত হয়ে ছিটকে পরে দু'জন। জানা যায় ওই দিন ২০ - ৩০ জন আসে গুলশান কলোনীতে। অভিযোগ, তাদের মধ্যে একদল মহিলাও ছিল। হঠাৎই দুপক্ষের মধ্যে বচসা মারধর, ইট-পাথর ছোড়া শুরু হয়। এর পরেই হঠাৎ গুলি চালানোয় গুলি লাগে ভজন ভক্ত ও শওকত আলী নামে দুজনের শরীরে। আর এই ঘটনা মোবাইলে ক্যামেরাবন্দী করায় সেই ছবি দেখে শনাক্ত করে পুলিশ অভিযুক্তদের। এরপরে ঘটনার তদন্তে নামে আনন্দপুর থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে শনিবার সকালে আসাদুল ইসলাম, স্বপন মণ্ডল নামে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর গতকাল রাতেই আরও দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে, প্রোমোটিং বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি চলে। প্রোমোটিং-সিন্ডিকেট বিবাদের জেরেই গুলি চালানোর ঘটনা বলে অভিযোগ। রবিবারও গুলশান কলোনি গুলি কাণ্ডের পর এলাকা থমথমে। চরম আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ।

লাগাতার তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত স্পেন, মৃত ৪

মাদ্রিদ, ১০ জানুয়ারি (হি. স.) : লাগাতার তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত স্পেন। তুষারপাত ভেঙে দিয়েছে প্রায় ৫০ বছরের রেকর্ড। বৃহস্পতিবার থেকে লাগাতার চলছে তুষারঝড়। বরফে চাপা পড়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। তুষারঝড়ে স্টেশন সহ বিমানবন্দর ও অন্যান্য জায়গাগুলিতে আটকে রয়েছে প্রচুর মানুষ। ইতিমধ্যেই স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ সহ বিভিন্ন রাজ্যে জারি হয়েছে জরুরি অবস্থা। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে লাল সতর্কতাও জারি করেছে সরকার।

ব্যক্তির

● **প্রথম পাতার পর**

তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। জানা যায় মৃত শৈলেন্দ্র চন্দ্র রায় দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগে ভুগছিলেন।

শিক্ষকের

● **প্রথম পাতার পর**

আর্থিক সামর্থ্য তাদের নেই।ফলে একের পর এক বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে। চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পুনরায় চাকুরীতে নিযুক্তির কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে আরো বহু পরিবার জটিল সমস্যার সম্মুখীন হবে।শুধু অনাহার-অর্ধাহারে নয় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর তালিকা আরও দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কৃষক আন্দোলনের জেরে বন্ধ করে দেওয়া হল চিল্লা, গাজীপুর সীমান্ত

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি. স.): কৃষক আন্দোলনের জেরে দিল্লি-উত্তরপ্রদেশের চিল্লা, গাজীপুর সীমান্ত ট্রাফিক চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে নয়ডা এবং গাজিয়াবাদ থেকে আসা গাড়িগুলো দিল্লিতে প্রবেশ করতে পারবে না।

দিল্লি ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে জনগণকে উদ্দেশ্য করে জানানো হয়েছে আনন্দ বিহার, দিল্লি- নয়ডা ফ্লাইওভার, ভোপরা, লোনি দিয়ে ঘুরে যেতে হবে। অন্যদিকে দিল্লি - হরিয়ানা মাঝে টিকরি এবং ধানসা সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঝাতিখাড়া সীমান্ত শুধুমাত্র হালকা যানবাহন, দুই চাকার বাহন, পথচারীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রতিবেশী রাজ্য হরিয়ানা যাওয়ার জন্য ঝড়োডা, দাউরালা, কাপাসেরা, বাদুসরাই, ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের রজকরী, বিজয়াসন, পালম বিহার, দুন্ধনহেরা খোলা রাখা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে একাধিক বার বৈঠকে বসা সত্বেও কোন রকমের সমাধানসূত্র বেরিয়ে না আসায় আন্দোলন জোরদার করার ডাক দিয়েছে কৃষক সংগঠনের নেতারা। ২৬ জানুয়ারি দিল্লির রাজপথে ট্রাক্টর মিছিল করার ডাক দিয়েছে কৃষকরা।

পাঁচজন

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে অটো এবং মারুতি গাড়ি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে। উল্লেখ্য ওই সড়কপথে প্রতিনিয়তই দ্রুতবেগে যানবাহন চলাচল করে।যানবাহন গুলির মধ্যে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। সে কারণেই দুর্ঘটনার হার দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে বলে অভিযোগ।যান দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশ সহ সাধারন প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

সরকার সাড়ে পাঁচ হাজার পদে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় এখনও শেষ হয়ে যায়নি।যেসব চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকা আগরতলায় সিটি সেন্টারের সামনে আন্দোলনে শামিল হয়েছেন তাদেরকে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে চাকরির জন্য আবেদন করতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।ইন্টারভিউর মাধ্যমে চাকুরীতে নিযুক্তি পত্র পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলেও তিনি মনে করেন।

এই পদ্ধতিতে যারা চাকরি পাবেননা তারা প্রয়োজন বোধে আন্দোলন করতে পারেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।শিক্ষামন্ত্রী বলেন চাকরিচ্যুতদের প্রসঙ্গে মানিকবাবু কিংবা বাদল বাবুরা কি বললেন সেটা ভেবে কোন লাভ নেই। বর্তমান সরকার তাদের চাকরি কেড়ে নেয়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন সুপ্রিম কোর্ট তাদের চাকরি থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ জারি করেছে। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের কিছুই করার নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তবে চাকরিচ্যুত দের জন্য তারা সহানুভূতিশীল বল পুনরায় তিনি উল্লেখ করেছেন।

নির্বাচন

● **প্রথম পাতার পর**

ত্রিপুরার লোগো করা হয়েছে। জুনিয়র আইনজীবীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রক্রিয়া নেওয়া এবং তা কার্যকর করা, আর্থিকভাবে দুর্বল আইনজীবিদের সহায়তা করার চেষ্টা আগামী দিনে করা হবে বলে জানান বার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরার চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট প্রদ্যুৎ কুমার ধর।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরার ভাইস চেয়ারম্যান আইনজীবী কাকলি দেব, ডিসিপ্লিন কমিটির চেয়ারম্যান আইনজীবী রঞ্জিত চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। ফেব্রুয়ারী মাসে বার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

পুলিশকে

● **প্রথম পাতার পর**

বোতল ছুঁড়ে ছিল ঐ স্কুল ছাত্রের উপর। কে বা কাহারা পিকনিকের গাড়ি থেকে বোতল ছুঁড়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়। তাই বিশালগড় থানার পুলিশ বনভোজন গাড়িকে ব্যাপকভাবে তল্লাশি চালাচ্ছে। সিপাহীজলা ফার্স গেইটে গাড়ি রাখার জায়গা নেই, পিকনিক স্পটে জায়গা নেই, অনেক গাড়ি সিপাহীজলা পিকনিক স্পট থেকে ফিরে যেতে দেখা গেল। অনেকের অভিমত নতুন বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আজ রবিবার সিপাহীজলা অভয়ারণ্য রেকর্ডসংখ্যক ভিড় হয়েছে।

তবে গত রবিবারে ভীর হলেও তেমন চোখে পড়েনি। সকাল থেকে প্রায় বিশালগড় বাইপাস থেকে বিশালগড় ও চড়িলাম এর মাঝখানে সিপাহীজলা ফার্স গেইট পর্যন্ত প্রচুর সংখ্যক পুলিশ এবং টিএসআর রাস্তায় রাখা হয়েছে। যাতে করে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন না হয়। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে চলছে সিপাহীজলা ফার্স গেইটে। পিকনিক করতে আসা অনেকের অভিমত সাউন্ড সিস্টেম পিকনিক স্পটে না যেতে দেওয়ায় অনেকেরই পিকনিকে আনন্দ যেন বিফল হয়ে যাচ্ছে। বিশালগড় থানার পুলিশ সেকেন্ড অফিসার বিজয় দাস ও রাজু ভৌমিক সকাল থেকেই সিপাহীজলা পিকনিক স্পটে অন্যান্য টিএসআর এবং পুলিশ কর্মীদের নিয়ে নিরাপত্তা কাজ সামলাচ্ছেন।

তবে বিশালগড় থানার পুলিশ এবং টিএসআর মহিলা থানার পুলিশ কর্মীদের আজকে হিমশিম খেতে হয়েছে। প্রচুর সংখ্যক গাড়ি এবং বাইক জমে গিয়েছিল নসিপাহীজলা অভয়ারণ্য, পিকনিক স্পটে আসা তাদেরকে ভিতরে যাওয়ার সময় বাইক থেকে শুরু করে মারুতি গাড়ি ডিকি পর্যন্ত খুলে তল্লাসি চালানো হয়। বিশালগড় মহিলা থানা পুলিশ কর্মীরা নত্ততবে রবিবার সিপাহীজলা দুইটি গেইটে মোট ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা টিকিট বাবৎ সংগ্রহ হয়েছে।

অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর**

এর মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার ও প্রশাসন চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। সহকর্মীর শেষ যাত্রায় তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ায় তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সরকার ও প্রশাসনের এ ধরনের কাজকর্মকে ন্যক্কারজনক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এদিকে, খোয়াইয়ের রামপুরায় রুমি দেববর্মা নামে চাকুরিচ্যুত শিক্ষিকার আত্মহত্যা ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ রাস্তায় নেমে পড়েছে। শিক্ষিকার মৃত্যুর প্রতিবাদে রবিবার খোয়াইয়ের পদ্মবিল ব্লক এলাকার বেলফাঙ বাড়িতে পথ অবরোধ করা হয়। চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্থানীয় জনগণ পথ অবরোধ আন্দোলনে শামিল হন। পথ অবরোধ আন্দোলনে সমিল হয়ে তারা রুমি দেববর্মা নামে ও শিক্ষিকার আত্মহত্যার ঘটনায় উপযুক্ত বিচার দাবি করেছেন। রাজ্য সরকারের অবহেলার কারণেই রুমি দেববর্মা নামে ওই শিক্ষিকা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার যদি চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের পুনরায় চাকরিতে নিযুক্তি কিংবা বিকল্প কর্মসংস্থানের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করত তাহলে এভাবে অসময়ে পৃথিবী থেকে তাদেরকে বিদায় নিতে হতো না বলে তারা মনে করেন। রাজ্য সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণেই এ ধরনের ঘটনা পরপর ঘটে চলেছে বলেও অভিযোগ। রাজ্য সরকারকে তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্য তারা দাবি জানিয়েছেন। চাকরিচ্যুত শিক্ষিকা রুমি দেববর্মার মৃত্যুর প্রতিবাদ জানিয়ে পথ অবরোধ করার ফলে রবিবার যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয়। তাতে যাত্রীদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরুদ্ধ স্থলে ছুটে যান। অবশেষে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তারা আপাতত পথ অবরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

াঙ্গন

সিটির হারে স্টার্লিংয়ের দোষ দেখছেন ডি ব্রুইনা ?

কি দুর্দান্ত একটা মৌসুমই না কাটালেন! সব প্রতিযোগিতা মিলে গোল করেছেন ১৬টা, গোলে সহায়তা করেছেন আরও ২৩ বার। গার্দিওলার দলের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকে। এত কিছু করার পরেও মৌসুম শেষের অর্জন এক লিগ কাপ। ব্যস। লিগও জেতা হয়নি, হলো না চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতাও। অথচ এই চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার জন্যই মাথা কুটে মরছেন ম্যানচেস্টার সিটির কর্তাব্যক্তিরা, কোচ পেপ গার্দিওলাও সিটির হয়ে এক চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টায় আছেন বহুদিন, যারা সুযোগ পেলেই বলে ওঠে, মেসি-জাভি-ইনিয়েস্তা ছাড়া গার্দিওলার আসলে ইউরোপসেরা হওয়ার ”যোগ্যতা” নেই!

গোটা মৌসুমজুড়ে এত কিছু করার পরেও লিওঁর কাছে বিদায় নিয়ে তাই হতাশায় মরছেন ডি ব্রুইনিয়া। নিজের কাজটা ঠিকই করেছিলেন, গোল করে দলকে সমতায় এনেছেন। কিন্তু একার কাজে কী আর হয়? দিন শেষে ফুটবল দলগত খেলা। তাই গ্যাব্রিয়েল জেসুস, রহিম স্টার্লিংয়ের হাস্যকর কিছু মিস ও গোলবারে এডারসনের শিশুতোষ ভুলগুলোই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে বিদায় নেওয়াটা বেশ লজ্জার বলেই মনে হচ্ছে ডি ব্রুইনিয়ার কাছে, ”আমাদের আরও শিখতে হবে। এমন পারফরম্যান্স যথেষ্ট নয়। এটাই। নতুন বছর, কিন্তু সেই পুরোনো সমস্যা। প্রথমার্ধে অত ভালো খেলতে পারিনি আমরা, আমার মনে হয় সবাই বুঝেছেন সেটা। আমরা ধীর গতিতে খেলা শুরু করেছিলাম। আমার মনে হয় দ্বিতীয়ার্ধে আমরা তুলনামূলকভাবে বেশ ভালো খেলেছি। এক গোলে পিছিয়ে পড়ার পরেও ফিরে এসেছি, এরপর দুটি অনেক সুযোগ মিস করেছি। এরপরে দুটো গোল খেয়ে যাই। ৩-১ হয়ে যাওয়ার পর ম্যাচটাই তো শেষ হয়ে গেল। এবারে বিদায় নেওয়াটা আমাদের জন্য লজ্জাজনক।”২-১ গোলে লিওঁ যখন এগিয়ে ছিল, তখন রহিম স্টার্লিং সহজ একটা সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে গোল করতে পারেননি। কেভিন ডি ব্রুইনিয়ার কথাতেও শোনা গেছে সেই আক্ষেপ, ”এমনকি ২-১ গোলে যখন পিছিয়ে ছিলাম, রাজ (রহিম স্টার্লিং) যদি গোলটা করতে পারত, স্কোরলাইন ২-২ হয়ে যেত।

এটাই ফুটবল। এসব ছোট ছোট বিষয় গুলিই ফলাফল বদলে দেয়।”নিজেদের হারের জন্য কোনো অজুহাত দিতে রাজি হননি ডি ব্রুইনিয়া, ”আমি কোনো কিছুর ওপর দোষ চাপাতে চাই না। আমরা এর থেকেও ভালো খেলতে পারতাম। এখন পেছনে ফিরে ভুলগুলো শোধরানোর চেষ্টা করতে হবে।”

ট্যাকটিকসের খেলায় গার্দিওলাকে হারিয়েছেন গার্সিয়া

ফুটবলে গত এক দশকে ট্যাকটিকসের আলাপ মানেই একটি নামের জায়গা সেখানে নির্দিষ্ট। শুধু টিকিটাকাকে আবারও জনপ্রিয় করেছেন। শুধু তাই নয়, ম্যাচের প্রতি মুহূর্তে দলের খুঁটিনাটি নিয়ে এত খুঁতখুঁতে যে, তাঁর শিষ্যদের হয়রান হয়ে যেতে হয়। ম্যাচের যে কোনো মুহূর্তে ফরমেশন বদলান, খেলোয়াড়ের ভূমিকা বদলান। এমনকি খেলা পছন্দ না হলে ম্যাচের প্রথমার্ধেও খেলোয়াড় বদলিতে আপত্তি দেখান না গার্দিওলা। সেই গার্দিওলাকে কাল ট্যাকটিকসে হারিয়ে দিয়েছেন লিওঁ কোচ রুডি গার্সিয়া।চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে গতকাল ফেবারিট ম্যানচেস্টার সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে লিওঁ। ফ্রান্সে লিগ মৌসুম আগেই থামিয়ে দেওয়ায় সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে লিওঁর। আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ তো বটেই ইউরোপেও খেলার সুযোগ হারিয়েছে তারা। তবে এখন আচমকা একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাদের সামনে। সেমিফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখ ও ফাইনালে লাইপজিগ কিংবা পিএসজিকে হারাতে পারলেই চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নিতে পারবে ফ্রেঞ্চ দলটি।গতকাল পর্যন্ত এমন সম্ভাবনার কথা তুললে মানুষ হেসেই হয়তো উড়িয়ে দিত। কিন্তু গার্দিওলার তারকা সমৃদ্ধ দলকে এভাবে হারিয়ে দেওয়ার পর এখন কিছুটা হলেও আশা বেড়েছে দলটির। আর রুডি গার্সিয়া যেহেতু দলের দায়িত্বে আছেন, তখন আশা করতে দোষ কী। ফ্রেঞ্চ কোচও গর্বিত ট্যাকটিকসে গার্দিওলাকে টেক্কা দিতে পেরে।গতকাল ৩-৫-২ ফরমেশন নিয়ে দুই দলই মাঠে নেমেছিল। কিন্তু এ ফরমেশনেই স্বচ্ছন্দ লিওঁ নিজেদের কৌশলে আস্থা রেখে খেলে গেছে পুরো সময়। কিন্তু সিটি সে কাজটা করতে পারেনি। গার্সিয়াও তৃপ্ত নিজের অর্জনে, ‘গার্দিওলা থাকলে আপনাকে যেকোনো কিছুর জন্যই প্রস্তুত থাকতে হয়। কিন্তু ট্যাকটিক্যাল লড়াইয়ে আমরাই জিতেছি। আমরা ফরমেশনটার সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছি। ডি ব্রুইনাকে আটকাতে একটা হাইব্রিড সেটআপে ফিরেছিলাম আমরা।’ট্যাকটিকে গার্দিওলাকে টেক্কা দিলেও জয়ের জন্য খেলোয়াড়দের অবদানের কথা ভুলছেন না গার্সিয়া। কারণ, ছকে অনেক কিছুই সাজানো যায় কিন্তু মাঠে সেটা করে দেখাতে হয় ফুটবলারদের। আর শক্তিশালী প্রতিপক্ষে বিপক্ষে জয় পেতে দল হিসেবে যে একাত্মতা দেখিয়েছে লিওঁ তাতে মুগ্ধ গার্সিয়া, ‘আমি আমার দল নিয়ে সন্তুষ্ট। নিজেদের ওপর আস্থা রেখেছিলাম।

আমরা জানতাম বড় দলের বিপক্ষে আমরা ফেবারিট না। কিন্তু এক গোল খেয়ে তিন গোল দিয়েছি। দল হিসেবে আমাদের মধ্যে যে একাত্মতা, সেটার ফল এটি। একে অন্যের জন্য বাড়তি পরিশ্রম করেছি আমরা।’গতকাল মুসা ডেমবেলেকে বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছিলেন গার্সিয়া। বদলি নেমে দুই গোল করে সেই ডেমবেলে দল জিতিয়ে হয়েছেন ম্যাচ সেরা। গার্সিয়া জানালেন, ডেমবেলের জন্য এমন কিছুই পরিকল্পনা ছিল তাঁর, ‘ম্যাচে শুরু থেকে খেলতে পারেনি বলে ডেমবেলে হতাশ ছিল। কিন্তু আমি বলেছিলাম ও ম্যাচে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’

কোম্যান, পচেত্তিনো, নাকি জাভিকে হবেন বার্সেলোনার পরবর্তী কোচ ?

লিসবনে বার্সেলোনা-বায়ার্ন মিউনিখ ম্যাচটি প্রায় শেষের দিকে। স্কোরলাইন বায়ার্নের পক্ষে ৮-২। সেই সময়ে কিকে সেতিয়েনের চেহারাটা দেখেছিলেন? দুহাত ডাগআউটের ছাউনিতে দুই দিকে প্রসারিত করে দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন মাঠের দিকে! চোখে হয়তো নিজের বরখাস্তের চিঠিটাই তখন দেখতে পাচ্ছিলেন বার্সেলোনা কোচ। সেতিয়েনের বরখাস্ত হওয়া এখন নিয়তি নির্ধারিত। ফুটবল বিশ্বে এ নিয়ে কোনো আলোচনাই হচ্ছে না। আলোচনার বিষয় এখন একটিইকে হবেন বার্সেলোনার পরবর্তী কোচ।খুব বেশি কোচের নাম যে শোনা যাচ্ছে তা নয়। আপাতত আলোচনায় আছেন টটেনহাম ও বার্সেলোনার নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এসপানিওলের সাবেক কোচ মরিসিও পচেত্তিনো আর বার্সেলোনার সাবেক দুই খেলোয়াড় রোনাল্ড কোম্যান ও জাভি হার্নন্দেজ। অনেকেরই ধারণা এই তিনজনের মধ্যে একজনই হবেন বার্সেলোনার পরবর্তী কোচ।বার্সেলোনার পরবর্তী কোচ হিসেবে জাভির কথা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। স্পেনের সাবেক প্লেমেকারও কদিন আগেই বলেছেন, কোনো একদিন বার্সেলোনার কোচ হতে চান। ন্যু ক্যাম্পের দলটির ডাগআউটে গড়ে তুলবেন স্বপ্নের একটি কোচিং দল। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে আলোচনার টেবিলে তাঁর নামটি আসছে। সেতিয়েনকে কোচ হিসেবে নেওয়ার আগেও জাভিকে বার্সেলোনার দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে নিজেকে বার্সার ডাগআউটের জন্য তৈরি করতে আরেকটু সময় লাগবে। কে জানে সেই সময়টা জাভি পার করে এসেছেন কি না, আর বার্সেলোনাই বা তাঁর দিকে এগোবে কি না!বার্সেলোনার কোচ হতে পারেন দলটির নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এসপানিওলের সাবেক খেলোয়াড় ও কোচ পচেত্তিনো জাভির চেয়েও অবশ্য বেশি শোনা যাচ্ছে কোম্যানের নাম। স্পেনের সাংবাদিক গিয়েম বালাগ অনেকটাই নিশ্চিত যে, পরের মৌসুমে বার্সার ডাগআউটে ডাচ কোচকে দেখা যাবে। ৫৭ বছর বয়সী কোম্যানকেও গত জানুয়ারিতে বার্সেলোনা প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে হল্যান্ড জাতীয় দলের দায়িত্বে থাকা কোম্যান সেই সময়ে অসুস্থ ছিলেন। বুকের ব্যথা নিয়ে হাসপাতাল যেতে হয়েছিল তাঁকে। পরে অবশ্য নিজেকে পুরো ফিট বলে ঘোষণা করেছেন। কোম্যানের কোচ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে বালাগের, ‘(বার্সেলোনার কোচ হিসেবে) তাঁর নাম শুনে কমবেশি খুশি সবাই-ই হবে।’কোম্যান যদি বার্সেলোনার দায়িত্ব নিতে রাজিও হন তাঁকে পেতে একটু সময় লাগবে। বালাগ বলেছেন, ‘জানুয়ারিতে একবার বার্সেলোনার প্রস্তাবে না করে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু এখনকার প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন। জানুয়ারিতে তাঁর বলে দেওয়ার পেছনে স্বাস্থ্যগত কারণ ছিল। তবে এখন আলোচনা হতে পারে তাঁকে নিয়ে। কিন্তু আগে তো তাঁকে জাতীয় দল থেকে আলাদা হতে হবে। তাই তাঁকে পেতে হলে একটু সময় লাগবে।’অনেকে আবার বার্সার কোচ হিসেবে চান দলটির সাবেক প্লেমেকার জাভি হার্নান্দেজকে। রইল বাকি পচেত্তিনো। অনেকেই ধারনা করছেন পাঁচ মৌসুম কাটানোর পর গত নভেম্বরে টটেনহাম থেকে বরখাস্ত হওয়া পচেত্তিনোও হতে পারেন বার্সার কোচ। কিন্তু আর্জেন্টাইন কোচকে নিয়ে একটাই সমস্যা। বার্সেলোনার নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এসপানিওলের খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। এমনকি দলটিকে কোচিংও করিয়েছেন। এমন একজনকে কোচ হিসেবে হয়তো মেনে নিতে চাইবে না বার্সার সমর্থকেরা।

কোম্যান, জাভি বা পচেত্তিনো অথবা অন্য কেউযাঁকেই কোচ হিসেবে বেছে নিক না কেন বার্সেলোনা, সেটা দ্রুতই করতে হবে।

ধোনি অবসরে যাওয়ায় শান্তিতে ঘুমাবেন পন্ত-রাহুল

মহেন্দ্র সিং ধোনি অবসর নেওয়ার পর মন খারাপ হয়নি কার? টুইটার, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামসামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুধু হাহাকার ধ্বনি। এমন এক কিংবদন্তির অভাব কীভাবে পূরণ করবে ভারত? ডিন জোন্স যেন সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বেশ মজা করেই জানালেন, ধোনির অবসরে অন্তত দুজন মানুষ কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছেন।টেস্ট ক্রিকেট থেকে বহু আগেই নাম কাটিয়ে নিয়েছেন ধোনি। তবে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সরব উপস্থিতি ছিল তাঁর। উইকেটের পেছনে তাঁর উপস্থিতি মানেই যে অধিনায়ক বিরাট কোহলির জন্য বড় এক দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাওয়া। কিন্তু বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে যাওয়ার পর থেকেই আর মাঠে নামা হয়নি ধোনির। তাঁর অবর্তমানে কিছুদিন ঋষভ পন্ত ও তারপর কেএল রাহুলকে দিয়ে কাজ চালিয়েছে ভারত।

দুজনই উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান হিসেবে ঠিক প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। উদাহরণ যখন ধোনি, তখন প্রত্যাশা পূরণ করাটা কঠিনই বটে। তাই আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেই ধোনিতেই আস্থা রাখার কথা ভাবা শুরু করেছিল ভারত। অনেক কিংবদন্তিই বলছিলেন এখনো ধোনির ফেরার সুযোগ আছে। শুধু আইপিএলের পারফরম্যান্স দেখালেই হলো। কিন্তু ধোনি সে সুযোগ নিলেন না। আগেই অবসর ঘোষণা করে দিলেন। আর এতে সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে রাহুল ও পন্তের। কারণ, জাতীয় দলে উইকেটরক্ষকের দৌড়ে এখন যে একজন কিংবদন্তিকে নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না তাঁদের।গতকাল সে দিকটাই সবার সামনে তুলে ধরেছেন ডিন জোন্স। টুইটারে লিখেছেন, ‘গতকাল মহেন্দ্র সিং ধোনির অবসরের পর বাজি ধরতে পারেন, কেএল রাহুল ও ঋষভ পন্ত বেশ আরামে ঘুমিয়েছে!’ডিন জোন্সের কথাটা ভুল নয়। খুব একটা। ধোনি অবসর নেওয়ায় এবার অন্তত জাতীয় দলে খেলার স্বপ্নটা উজ্জ্বল হচ্ছে ভারতের অন্য উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যানদের। শুধু পন্ত নয়, দীনেশ কার্তিক কিংবা সঞ্জু স্যামসনরাও এখন একটু বাড়তি অনুপ্রেরণা পাবেন। তবে ভারত ব্যাটসম্যান থেকে উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান বনে যাওয়া রাহুল যে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন সবাই বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবেন। উইকেটের পেছনে পারফরম্যান্স যেমন তেমন হোক, ব্যাট হাতে রীতিমতো দুর্দান্ত ফর্মে আছেন রাহুল।এমন অবস্থায় রাহুলকে পেছনে ফেলাটাই মূল লক্ষ্য হয়ে উঠছে পন্তের জন্য। ধোনির অবসরের পর আগামী আইপিএলের পারফরম্যান্সটা তাই মহাগুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে পন্তের জন্য। ১২ মিনিট আগে আরেক সাবেক ইংলিশ লিগের খেলোয়াড় লিখে দেন ইউনাইটেডের ভাগ্য। ডান প্রান্ত থেকে উড়ে আসা ক্রস হাফভলি দিয়ে গোলে রূপান্তরিত করেন নিউক্যাসল ইউনাইটেডের সাবেক ডাচ স্ট্রাইকার লুক ডি ইয়ং। দুটি গোলেই ইউনাইটেড রক্ষণের ভুল বেশ দৃষ্টিকটুভাবে চোখে পড়েছে। প্রথম গোলে হ্যারি ম্যাগুয়ারের অবস্থান, আর দ্বিতীয় গোলে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হেড করে বল দূরে পাঠাতে ভিক্টর লিন্ডেলফের অনাগ্রহ। এ কারণে দ্বিতীয় গোলটা খাওয়ার পর ব্রুনো ফার্নান্দেসের সঙ্গে লিন্ডেলফের ঝগড়া লেগেই গিয়েছিল প্রায়!তবে ইউনাইটেড সমর্থকেরা নিজেদের একটু হলেও দুর্ভাগা ভাবলেও ভাবতে পারেন। তাদের বিপক্ষে খেলতে এলেই অখ্যাত গোলরক্ষকেরা যেন একেকজন লেভ ইয়াশিনে পরিণত হন!

বার্সেলোনা ছাড়বেন মেসি

বার্সেলোনায় এখন ঘোর অমানিশা। ২০০৭-০৮ মৌসুমের পর এই প্রথম শিরোপাহীন মৌসুম কাটাল দলটা। শিরোপাহীন কাটালেও সমস্যা হওয়ার কথা না, তবে, দলের অবস্থা যেমন, তাতে এই শিরোপাহীন অধ্যায়টা আরও কত দিন ধরে চলবে, সে ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে না। খেলোয়াড়দের ফর্ম, মনোবল, বোর্ড ও কোচিং দলের অবস্থা, ক্লাবের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি - সব দিক দিয়েই অন্ধকার একটা অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ক্লাবটা।

লিওনেল মেসিও কী বুঝতে পারছেন সেটা? মেসি কী বুঝতে পারছেন ক্যারিয়ার-সায়াহ্নে এসে বার্সেলোনা তাঁকে ট্রফি জয়ের তেমন সুযোগ করে দিতে পারছে না? না বুঝলে এই বয়সে এসে ক্লাব ছাড়তে চাইবেন কেন?হ্যাঁ, খবর এমনই। বার্সেলোনা ছাড়তে চাইছেন লিওনেল মেসি। বোর্ডকর্তাদের ওপর মেসির অসন্তুষ্টির বিষয়টা আজকের নতুন নয়। তা ছাড়া মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে যুক্ত হয়েছে চ্যাম্পিয়নস লিগে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে ন্যক্কারজনক পরাজয়। যে চ্যাম্পিয়নস লিগের স্পর্শ পাওয়ার জন্য গত কয়েক বছর ধরে হন্য হয়ে ঘুরছেন মেসি, সে টুর্নামেন্ট থেকে এমন ভাবে বিদায় নেওয়াটা হয়তো মেনে নিতে পারছেন না। তাই রব উঠেছে, ডুবতে থাকা বার্সেলোনাকে টেনে তোলার কাজ আর একা করবেন না আর্জেন্টাইন তারকা।আর এই খবর দিয়েছেন প্রখ্যাত ইউরোপিয়ান সাংবাদিক মার্সেলো বেকলার। গত বছর শোনা গিয়েছিল, ক্লাব ছাড়লে ২০২১ সালে ছাড়বেন মেসি। কিন্তু বায়ার্নের বিপক্ষে হারের পর মেসি ধৈর্যহারা হয়ে গিয়েছেন। ২০২১ নয়, এখনই ক্লাব ছাড়তে চান এই কিংবদন্তি। তিনি টুইটারে স্প্যানিশ ভাষায় এক ভিডিওতে বলেছেন, ‘মেসি বার্সেলোনাকে বলেছেন এই গ্রীষ্মেই তিনি ক্লাব ছাড়তে চান। ক্লাবের ভালো দল গড়ার পরিকল্পনা আছে, এমন কিছু প্রমাণ করতে পারলে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাতে পারেন। আমাকে ক্লাবের এক সূত্র জানিয়েছে ক্লাব ছাড়ার এমন তীব্র ইচ্ছা আগে কখনোই তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি।’ এই বেকলার এস্পোর্তে ইন্তেরাতিভো ও রেডিও ইতাতিয়াইয়ার সাংবাদিক বেকলার। বার্সেলোনার হাঁড়ির খবর বের করে আনার জন্য গত কয়েক বছর ধরে যিনি বেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনিই ২০১৭ সালে নেইমারের বার্সেলোনা থেকে বার্সেলোনা ছাড়ার খবরটি দিয়েছিলেন।তবে শেষমেশ ক্লাব আদৌ ছাড়বেন কি না, সে নিয়ে সন্দেহ থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে এ কথা নিশ্চিত, বার্সার কর্তাব্যক্তিদের একটা হুঁশিয়ারি দিতে চাইছেন এই তারকা। বার্সেলোনা সমর্থকেরা মনপ্রাণ দিয়ে চাইবেন, ব্যাপারটা যেন হুঁশিয়ারির পর্যায়েই থাকে! বার্সেলোনা সমর্থকেরা একটা দিক দিয়ে অন্তত একটু আশার আলো খুঁজে নিতে পারেন। এই বেকলারই গত মৌসুমে বলেছিলেন, নেইমারের বার্সায় আসা নিশ্চিত। সেটা শেষমেশ হয়নি।

ভারত বিশ্বকে শিখিয়েছে কীভাবে দুর্যোগকে সুযোগে পরিণত করা যায় : গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত রবিবার রাজধানী কলকাতায় বিবেকানন্দ সেবা সম্মান কর্মসূচিতে নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, ভারত পুরো বিশ্বকে শিখিয়েছে করোনা সংকটের সময়ে কীভাবে দুর্যোগকে সুযোগে পরিণত করা যায়।

এদিন শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন যে, আজ যখন গোটা বিশ্ব করোনার মহামারির মুখোমুখি হচ্ছে, তখন এই বিশ্বের একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন যে, আমরা এই বিপর্যয়কে একটি সুযোগে পরিণত করব। এটি প্রকৃত অর্থে ভারত এবং ভারতীয়তার প্রতি বিশ্বাস ও আত্ম-শ্রদ্ধার অনুভূতি। তিনি বলেছিলেন, দেশ আজ যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, আমরা প্রতি মুহূর্তে ভারতীয় হতে পেরে গর্ববোধ করি, স্বামী বিবেকানন্দের মত অনুপ্রেরণামূলক পুরুষরা এই মাইলফলক অর্জনের পথ দেখিয়েছেন। ভারতীয়দের ইতিহাস থেকে শেখা ও বোঝার প্রয়োজন। ইতিহাস পড়লে আমরা দেখতে পাব যে স্বামী বিবেকানন্দের মত লোকের ঋণ শোধ করা খুব কঠিন।

জলশক্তিমন্ত্রী আরও বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ যে ভারত নিয়ে কথা বলেছেন, সেই ভারতকে গড়তে সমাজের প্রতিটি অংশকেই সঙ্কল্প করতে হবে। এই সঙ্কল্পে সমাজের যুবকদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে হবে।

বনওয়ারীলাল সোতী বিবেকানন্দ সেবা পুরষ্কার পেয়েছেন

এদিনের কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কলকাতার সমাজকর্মী বনওয়ারীলাল সোতীকে বিবেকানন্দ সেবা সম্মান প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে ভারতীয় গণযোগাযোগ সংস্থা (আইআইএমসি)-র মহাপরিচালক অধ্যাপক সঞ্জয় দ্বিবেদী, বরিষ্ঠ আয়কর উপদেষ্টা সজ্জন কুমার তুলসিয়ান, ডাক্তার তারা দুগাদ, ডাঃ প্রেম শঙ্কর ত্রিপাঠি এবং দুর্গা ব্যাস সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। আগরতলা প্রেসক্লাবে রবিবার ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। লুইস ব্রেইল এর জন্ম দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।এ উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির এ ধরনের মহতী উদ্যোগের প্রশংসা করেন।তিনি বলেন দৃষ্টিহীনরাও যে সমাজের কল্যাণে কাজ করতে চান এই সামাজিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তারা তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। দৃষ্টিহীনদের এ ধরনের উদ্যোগ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী।তিনি বলেন বর্তমানে রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট চরম আকার ধারণ করেছে।এই সংকটময় মুহুর্তে রক্তদানে এগিয়ে আসা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির অনেক উন্নতি সাধিত হলেও এখনও বিজ্ঞান রক্তের বিকল্প কোন আবিষ্কার করতে পারেনি। কোন ল্যাবরেটরীতে রক্ত তৈরি করা যায় না। একমাত্র মানুষই পারে রক্তদানের মধ্য দিয়ে রক্তের ঘাটতি পূরণ করতে। আমাদের রাজ্যে রক্তদানের প্রবণতা খুবই উৎসাহ জনক বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে করুণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে রাজ্যে রক্তদানের প্রবণতা কমে গেছে।এখন এর চিকিৎসা পরিষেবার কাজে মারাত্মকভাবে বিঘ্ন ঘটে চলেছে।রক্তের অভাবে যাতে কারো প্রাণ অকালে ঝরে না যায় সে জন্য সচেতন নাগরিকদের রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য শিক্ষামন্ত্রী সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটি রক্তদান শিবির সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে সমাজকে নতুন বার্তা দিতে এসেছ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। আগামী দিনে ধরনের সামাজিক কাজকর্মের এগিয়ে আসাার জন্য ব্লাইন্ড কমিটির কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী লাল নাথ। অনুষ্ঠানে ব্লাইন্ডড কমিটির কর্মকর্তাসহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

সমাপ্ত হল পিলাক প্রত্ন ও পর্যটন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ জানুয়ারি।। অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছরও জোলাইবাড়ীর পশ্চিম পিলাক দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হলো পিলাক প্রত্ন ও পর্যটন উৎসব ২০২১। অন্যান্য বছর এইমেলা তিনদিন ব্যাপী হলেও এইবছর করোনা মহামারির ফলে মেলা ২ দিন করাহলো। আজকে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে মেলার সমাপ্তি হলো। আজকে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তির বাজার মহকুমা শাসক অর্ঘ্য সাহা, বগাফা ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার গৌরি শঙ্কর রিয়াং, জোলাইবাড়ী ব্লকের বিডিও ডাঃ অভিজিৎ দাস, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী পুলক ভৌমিক সহ অন্যান্য অতিথী বৃন্দরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতেগিয়ে বক্তারা পিলাকের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু সংখ্যক তথ্য তুলেধরেন তার পাশাপাশি মেলার গুরুত্ব সম্পর্কেও সকলকে জানানদেন বক্তারা। বক্তারা জানান মেলা শুধু কিছু দোকানপাঠ ও জনসমাগম নয়। মেলা হলো ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। বছরে একদিন এই

ছয়ের পাতায় দেখুন

মধুপুরে গাঁজা বিরোধী অভিযানে পুলিশের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে।সরকার ও প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বেআইনিভাবে গাঁজা চাষের প্রবণতা দিন দিন বেড়ে চলেছে।এবছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে লকডাউন ঘোষণা করায় এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অতি মুনাফালোভী লোকজনেরা গাঁজা চাষে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে।পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা ওইসব বেআইনি গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছেন।রবিবার সিপাহী জলা জেলার মধুপুর থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান চালিয়ে বড় ধরনের সাফল্য পেয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে মধুপুর থানার ওসি তাপস দাস এর নেতৃত্বে টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা বিরোধী অভিযানের সামিল হয়।গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান চালিয়ে মধুপুর থানা এলাকার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার গাঁজা চারা কেটে ধ্বংস করে দিয়েছে বলে জানা গেছে।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মধুপুর থানার ওসির তাপস দাস জানিয়েছেন মধুপুর থানা এলাকার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিত ব্যাপকহারে গাঁজার চাষ হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে মধুপুর থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে।এ ধরনের অভিযান চালাতে গিয়ে প্রতিদিন এই পুলিশ সাফল্য পাচ্ছে বলে জানিয়েছেন মধুপুর থানার ওসি তাপস দাস। এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন। মধুপুর থানার ওসি আরও জানিয়েছেন গাঁজা চাষ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা সত্বেও একাংশের মানুষজন অধিক মুনাফার লোভে সরকারি আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে ব্যাপক হারে গাঁজা চাষ করে চলেছে। উৎপাদিত এসব গাজা প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিনিয়ত পাচার হচ্ছে।রাজ্য সরকার যেখানে নেশা সামগ্রির বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সে ক্ষেত্রে এ ধরনের নেশাজাতীয় চাষাবাদ বন্ধ করতে পুলিশ তৎপর হয়ে উঠেছে।শুধু মধুপুর থানা এলাকাতেই নয় রাজ্যের বিভিন্ন থানা এলাকাতে গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

রাজ্য ভিত্তিক স্টেট টেনিস চাম্পিয়ানশিপ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। ২৪ তম রাজ্য ভিত্তিক স্টেট টেনিস চাম্পিয়ানশিপ (ভূপেন দত্ত ভৌমিক মেমোরিয়াল কাপ ২০২১) মালঞ্চ নিবাস স্থিত ত্রিপুরা স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে আজ অন্তিম দিন পুরুষ বিভাগের ডাবলস ফাইনাল ম্যাচ দিয়ে শুর হয়। ফাইনাল ম্যাচ এ কুণাল বিরুয়া কুশল ঠাকুর,ডি. পি.সিং ইউ.কে.মিনা জুটি কে ৬-১, ৭-৫ ম্যাচে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়।লেডিস ফাইনাল ম্যাচ শুরু হবার আগে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল এর সচিব অমিত রক্ষিত খেলোয়ার দের সাথে পরিচিত হন এবং এই ম্যাচ এ অস্মিতা ভট্টাচার্য্য শ্রীসা চক্রবর্তী কে ৮-১ এ হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়। পুরুষ দের ফাইনাল ম্যাচ এ কুণাল বিরুয়া অবিনাশ সাহা কে ৬-১,৬-১ এ হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়।

বিকাল ৩.৩০ মিনিটে পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত ভাষণ দেন টি. টি. এ সচিব সুজিত রায়,অনান্য অতিথি রা ভাষন দেন ও পুরষ্কার বিতরণ করেন দৈনিক সংবাদ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক প্রদীপ দত্ত ভৌমিক, টি.টি.ডি.সি চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা,ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল এর সম্পাদক , বি.এস.এফ আই.জি এস.এন.নাথ, আসাম রাইফেলস ব্রিগেডিয়ার সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। এই প্রতিযোগিতার চিফ রেফারি অরূপ রতন সাহা কে টুর্নামেন্ট সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় ও স্বারক দেওয়া হয়।

রাইমাভ্যালী মন্ডলের ওবিসি মোর্চার বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১০ জানুয়ারি।। ভারতীয় জনতা ওবিসি মোর্চা রাইমাভ্যালী মন্ডল কমিটির উদ্যোগে রবিবার কার্য্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন গন্ডাছড়া মহকুমা সরমা এলাকার কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি বিদ্যা ভবন দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক হলে অনুষ্ঠিত সভায় উপসিত ছিলেন ওবিসি মোর্চা গন্ডাছড়া মন্ডল সভাপতি নির্মল সরকার, বিজেপি ধলাই জেলা কমিটির সহ-সভাপতি বিকাশ চাকমা, গন্ডাছড়া মন্ডলের সহ-সভাপতি আদিত্য সরকার, মন্ডলের সম্পাদক সমীর দাস, কোষাদক্ষ গোপাল সরকার, মহিলা মোর্চা গন্ডাছড়া মন্ডল সভানেত্রী বর্ণা দাস মন্ডল সহ ওবিসি মোর্চার কার্য্যকর্তাগন।

গন্ডাছড়ায় কর্মচারী সংঘের শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১০ জানুয়ারি।। ভারতীয় মজদুর সংঘের ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে রবিবার মহকুমা এলাকার গরিব দুঃস্ত পরিবারের মধ্যে শীত কম্ভল বিতরন করা হয়। এই দিন সরমা বাজারে অনুষ্ঠিত শীত কম্ভল বিতরন অনুষ্টানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে তার সুভ সূচনা করেন ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী গেজেটেড অফিসার সংঘের রাজ্য সাধারন সম্পাদক থৈচা মগ। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপসিত ছিলেনটট্রজ্জ্ছ গন্ডাছড়া মহকুমা সভাপতি রতন মণি চাকমা, বিশিষ্ট সমাদসেবী বিকাশ চাকমা, আদিত্য সরকার, মধু কুমার ত্রিপুরা, কার্তকি চন্দ্র রায়, যতীন্দ্র লাল চাকমা, অষ্ট্রজয় রিয়াং প্রমুখ। টট্রজ্জ্ছ গন্ডাছড়া মহকুমা সভাপতি রতন মণি চাকমা জানান এই দিন মোট ৭৫ জন দুঃস্ত পরিবারের মধ্যে কম্ভল বিতরন করেন। তিনি আরো জানান আগামী দিনেও এই ধরনের উদ্যোগ জারি থাকবে।

আদিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ রাধা দেববর্মা সম্পতি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন খতিয়ে দেখতে গোমতী জেলার নির্মীয়মান আদিপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ নিরুমোহন জমাতিয়া উপস্থিত ছিলেন। তারা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ সপ্তদীপ দাসের সাথে কথা বলেন। পরিদর্শনের সময় অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা নির্মীয়মান প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ যাতে দ্রত শেষ হয় এবং গুণগত মান বজায় থাকে সেদিকে নজর রাখতে ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডা. সপ্তদীপ দাসকে পরামর্শ দেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পূর্ব গকুলনগর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকাকরণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের আওতাধীন পূর্ব গকুলনগর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গত ৬ জানুয়ারি এক টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে গর্ভবতী মা ও শিশুদের সঠিক সময়ে টিকা দেওয়া এবং গর্ভকালীন সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও বয়স্কদের স্বাস্থ্য পরিষেবা যেমন ব্লাড সুগার, রক্তচাপ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা করানোর প্রয়োজনীয়তার উপরও স্বাস্থ্যকর্মীগণ আলোচনা করেন। শিবিরে এ’টেনশন এডুকেটর, এমপিডব্লিউ ও আশাকর্মীগণ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন। শিবিরে ৪০ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলেন। শিশুদের প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

মুঙ্গিয়াকামী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের করুণ অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জানুয়ারি।। তেলিয়ামুড়া মহাকুমার প্রত্যন্ত এলাকার একমাত্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়টি বিভিন্ন সমস্যায় ধুঁকছে। যদিও সমস্যাগুলি বিগত ২৫ বছরের বাম জামানা কাল থেকেই। অথচ এই বিদ্যালয়টি প্রথম অবস্থায় স্থাপিত হয়েছিল ১৯৭৯ সালের ৩ রা এপ্রিল। প্রথম দিকে এই বিদ্যালয়টি প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত ছিল। কালের বিবর্তনে বর্তমানে বিদ্যালয়টি দ্বাদশ মানের উন্নিত।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আঠারো মুড়া পাহাড়ের জাতীয় সড়কের পাশেই মুঙ্গিয়াকামী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে অবস্থান। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪০৩ জন হলেও শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন মাএ ২১ জন। বিদ্যালয়ে পানীয় জল থেকে শুরু করে, শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক স্বল্পতা, সমস্যা গুলি দীর্ঘদিন ধরেই এই বিদ্যালয়ে চলছে। পানীয় জলের সংকট থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মিড ডে মিলের রান্না করতেও বেগ পেতে হচ্ছে, উপরন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা জলের চাহিদা পূরণ করতে নিজ নিজ বাড়ি থেকেই জল আনতে হচ্ছে। জলের সমস্যা টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোজ দেববর্মা স্থানীয় ডি ডাব্লিউ এস অফিস কর্তৃপক্ষের গোচরে নিলেও কোন সুফল হয়নি। এছাড়াও অবস্থা বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে অবস্থা খুবই করুণ। শ্রেণিকক্ষ কুলের দরজা জানালা গুলির ভগ্নদশা অবস্থায় বিদ্যমান। এই দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যেই প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসছে শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য। যদিও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোজ দেববর্মা জানান, বিদ্যালয়ে নতুন পাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা চলছে। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে এই বিদ্যালয় বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে।এ ব্যাপারে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর অনেকটাই উদাসীন।

ত্রিপুরা স্টুডেন্ট হেলথ হোমে জিম সেন্টারের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের জগন্নাথ বাড়ি রোডে ত্রিপুরা স্টুডেন্ট হেলথ হোমে রবিবার জিম সেন্টার এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।জিম সেন্টার এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। অনুষ্ঠানে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলের উপনেতা বাদল চৌধুরী এবং জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার সহ অন্যান্য উপস্থিত ছিলেন।জিম সেন্টার এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিরোধী দলনেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

ব্রহ্মছড়ায় গবাদী পশু চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জানুয়ারি।। রাতের আধারে গৃহস্থের সাতটি গবাদি পশু নিয়ে চম্পট দেয় নিশিকুটুম্বের দল। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন উওর ব্রহ্মছড়া এলাকায়। উল্লেখ্য, যে গৃহস্থের বাড়ি থেকে সাতটি গবাদি পশু নিয়ে অনায়াসে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায় চুরের দল সেই এলাকা থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরত্বে রয়েছে একটি টিএস আর ক্যাম্প। এনিয়ে জনমনে সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, উওর ব্রহ্মছড়া এলাকায় উৎপল দাসের খামার বাড়ি থেকে শনিবার রাতের কোনো এক সময় বাড়ির নির্জনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিশিকুটুম্বের দল গৃহস্থের ৭টি গবাদি পশু নিয়ে চম্পট দেয়। গৃহস্থ উৎপল দাস বর্তমানে তেলিয়ামুড়া শহরের মহাকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় নিজ বাড়িতে থাকেন। কৃষিকাজ এবং গবাদি পশু দেখাশোনার জন্য সারাদিন উত্তর ব্রম্যছড়া স্থিত খামার বাড়িতে থাকেন। সন্ধ্যায় গবাদি পশু গুলো গোয়াল ঘরে বেঁধে উনার বর্তমান বাড়ি তথা মহাকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় ফিরে আসেন। এভাবেই তিনি দীর্ঘদিন যাবত নিয়মিত ভাবে জীবন যাপন চালিয়ে যাচ্ছেন।কিন্তু বাড়িতে নির্জনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শনিবার রাতের কোনো এক সময় নিশিকুটুম্বের দল উৎপল বাবু র ৭ টি গরু নিয়ে চম্পট দেয়, এমনটাই ধারণা করছেন গৃহস্থ।

উৎপল বাবু জানান, রাতে পুলিশি টহল এবং গরুবোঝাই গাড়ি গুলি যদি রাতের বেলা পরিবহনের ব্যবস্থা বন্ধ করা যায় তবে এ ধরনের ঘটনা অনেকাংশেই এড়ানো যেতে পারে। তিনি আরো বলেন , উত্তর ব্রহ্মছড়া এলাকার অধিকাংশ মানুষজন কৃষিজীবী এবং প্রত্যেকেরই গবাদি পশু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করেই তারা সংসারের দিনাতিপাত করে আসছে। গতকাল রাতে এই ঘটনায় এলাকার বাসিন্দারা তাদের গবাদি পশু নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

কল্যাণপুরে স্বাস্থ্য শিবির আগরতলা, ১০ জানুয়ারি,২০২১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। খোয়াই জেলার বড়ময়দান উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে বড়ময়দান এসবি স্কুলে গত ৫ জানুয়ারি এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ২৩ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। ৪ জনের জর থাকায় তাদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। কারোর রক্তে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট পাওয়া যায়নি। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

গুগল নিউজ ইনিশিয়েটিভের এক দিনের ওয়ার্কশপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। গুগল নিউজ ইনিশিয়েটিভের সহায়তায় ভুয়ো খবর সনাক্ত করতে আগামী ১১ই জানুয়ারি সকাল ১১টায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। গুগল নিউজ ইনিশিয়েটিভের পক্ষ থেকে ওয়ার্কশপটি পরিচালনা করবেন নিউজ সেন্স এর ইন্ডিয়া ট্রেনিং নেটওয়ার্ক এডিটর জয়দীপ দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আজকের ফরিয়াদ পত্রিকার সম্পাদক শানিত দেবরায়। ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের অনুরোধ করা হচ্ছে সকাল ১০.৩০ শের মধ্যে প্রেস ক্লাবে উপস্থিত থেকে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ফিলাপ করার জন্য।

ভারতের নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১৮ হাজার ৬৪৫

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি. স.): ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১৮ হাজার ৬৪৫। নিহত ২০১ বলে রবিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে ওই সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৯ হাজার ২৯৯।

দেশজুড়ে সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ০৪ লক্ষ ৫০ হাজার ২৮৪। বর্তমানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৩৩৫। সুস্থ হয়ে উঠেছে ১ কোটি ৭৫ হাজার ৯৫০।

বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনায় সব থেকে খারাপ অবস্থা কেরলের। সেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪ হাজার ৫১৬। তালিকায় পরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৪ হাজার ১২৯।

ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআর এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে এখনো পর্যন্ত দেশজুড়ে সর্বমোট করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৮ কোটি ১০ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬২২। শুধু মাত্র ৯ জানুয়ারি করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে দেশজুড়ে ৮ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩০৭।

বহিরাগত প্রসঙ্গে ফের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কটাক্ষ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি (হি. স.): সম্প্রতি বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কটাক্ষ করে তৃণমূলের তরফ থেকে বহিরাগত তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছিল। রাজ্যের শাসকদলের এহেন আচরণের বিরুদ্ধে রবিবাসরীয় সকালে সরব হলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা তথাগত রায়।

এদিন নিজের টুইট বার্তায় তথাগত রায় লিখেছেন, ”

” আগে কখনো শুনেছেন ভারতের নাগরিকদের বহিরাগত বলা হচ্ছে কিন্তু রোহিঙ্গিয়া উগ্রপন্থীদের জন্য কোল পেতে দেওয়া হচ্ছে?

হিমাচলের মানুষ বাঙালির জামাই নাড্ডা ‘বহিরাগত’? কিন্তু গয়া জেলার মিঞা ফিরাদ হাকিম আর আরা জেলার প্রশান্ত ‘অন্তর্গত’?

পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেলে এরকম উন্মাদ বুলি বেরোয়।”

উল্লেখ করা যেতে পারে সামনে বিধানসভা নির্বাচন তার আগে জোর কদমে এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে প্রচার। রাজ্যের শাসক দলকে চাপে রাখতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের রাজ্যে আসা বেড়ে গিয়েছে।

রবিবাসরীয় সকালে শীতে জবুথবু দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি (হি. স.): রবিবাসরীয় সকালে শীতে জবুথবু দিল্লি। এদিন রাজধানীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। পশ্চিম হিমালয় থেকে আসা হিমেল হাওয়ায় জাঁকিয়ে শীত পড়েছে গোটা দিল্লিজুড়ে। রাজধানীর পার্শবর্তী এলাকাতেও একই শীতের আমেজ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

আবহাওয়া দফতর থেকে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে ১৪ জানুয়ারির মধ্যে পারদের কাটা নেমে দাঁড়াবে ৫ থেকে ৬ ডিগ্রী সেলসিয়াসে। এদিনের শীত সম্পর্কে আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে মেঘাচ্ছন্ন পরিস্থিতির জেরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি।

ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতে নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। রাজ্যে গর্ভবতী মায়েদের ও নবজাত শিশুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়মিত পৌঁছে দিচ্ছেন। সম্পতি ঊনকোটি জেলার আশা নোডাল অফিসার ডাঃ অয়ন রায়, আশাকর্মী সালেহা বেগম এবং এমপিডব্লিউ জগদীশ দেবনাথ হোম বেসড নিউ বর্ন কেয়ার কর্মসূচিতে ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম প’ায়েতের বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করেন। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ তিনজন মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। তাদের রক্তচাপ পরীক্ষা করা হয়। চারজনকে পরিবার পরিকল্পনার পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং পুষ্টি বিষয়ক খাদ্যাভাসের বিষয়েও পরামর্শ দেওয়া হয়। তারা দুটি নবজাতক শিশুর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এদের সঠিক সময়ে টিকাকরণ করানোর বিষয়েও পরামর্শ দেওয়া হয়। তাছাড়া ফুলবাড়িকান্দি এবং টিলাবাজার উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রও পরিদর্শন করেন ডাঃ অয়ন রায়। তিনি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান নিয়ে খোঁজখবর নেন এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য এমপিডব্লিউদের পরামর্শ দেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ঊনকোটি জেলায় নবজাতক শিশুদের চিকিৎসা পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার দুধপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে ষাটঘর এলাকায় গত ৫ জানুয়ারি বাড়ি বাড়ি গিয়ে নবজাতক শিশুদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। আশা ফেসিলিটেটর অমৃতা সিনহা এবং আশাকর্মী সুচিত্রা সরকার নবজাতক শিশুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন। শিশুদের ওজন নেওয়া, নবজাতকের যত্ন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, নিয়মিত টিকাকরণ করানোর জন্য পরিবারের সদস্যদের পরামর্শ দেওয়া হয়। তাছাড়া বয়স্কদের অসংক্রমণ রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়েও তারা আলোচনা করেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।